জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobanglad igital /jago_bangla www.jagobangla.in

দ্রুত নিষ্পত্তিতে

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়াদের আপিলের দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। কলকাতার ভোটারদের অগ্রাধিকার। প্রয়োজনে ট্রাইবুনালের সংখ্যা বাড়াতে হবে কমিশনকে



কমবে তাপমাত্রা

দক্ষিণবঙ্গে দু-এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস। মঙ্গলবার থেকে পারদ পতন। শুক্রবারের মধ্যে ৩-৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমবে

খানাকুলে পুলিশি হেফাজতে আত্মহত্যার চেষ্টা অভিযুক্তের



নবান্নের কাছে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা, আহত ২



বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৭০ • ২৪ নভেম্বর, ২০২৬ • ৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ • মঙ্গলবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 170 • JAGO BANGLA • TUESDAY • 24 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA



কুৎসার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ লেখনী এক নাগরিকের

প্রতিবেদন : একটা সুপরিকল্পিত কুৎসা শুরু হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের পরিধির সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে হিন্দুবিরোধী একটা হাওয়া তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এটা আসলে মিথ্যা চেষ্টা, ফুটো পাত্রে জল ঢেলে তৃষ্ণা নিবারণের। বাংলার মানুষ জানেন, ১৫ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক পদক্ষেপ করেছেন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের জন্য। আবার পাশাপাশি, হিন্দুধর্মাবলম্বীদের জন্যও। সমাজমাধ্যমে এ-নিয়েই গার্গী মুখোপাধ্যায় দুরন্ত একটি যুক্তিপূর্ণ পর্যালোচনা করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন পদক্ষেপের কথা রয়েছে সেখানে— ১. দুর্গাপুজোর অনুদান, ক্লাবগুলোকে টাকা ২. পুরোহিত ভাতা ৩. দিঘায় জগন্নাথ মন্দির ৪. দুর্গা অঙ্গন, নিউ টাউন ৫. শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির ৬. স্কাইওয়াক, দক্ষিণেশ্বর আর কালীঘাট ৭. সব তীর্থস্থান সংস্কার ৮. গঙ্গাসাগর মেলা আর গঙ্গাসাগর সেতু ৯. বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমিক চেয়ার ১০. দক্ষিণেশ্বরে বিবেকানন্দের স্মৃতি সংরক্ষণ ১১. লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, হিন্দু মহিলাদের হাতে টাকা ১২. কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথী, স্বাস্থ্য সাথী ১৩. খাদ্য সাথী, কৃষক বন্ধু, জয় বাংলা, আবাস যোজনা ১৪. অন্যান্য হিন্দু উৎসব আর কাজ। সম্পূর্ণ লেখাটি পড়লেই মিথ্যাচারের পর্দা ফাঁস হবে। দেখা যাবে, তিনি যেসব পদক্ষেপ করেছেন, তাকে মানুষ গ্রহণ করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন। তিনি এই পদক্ষেপগুলি করেছেন একক রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায়। কেন্দ্রের সরকার কোথাও কোনও সাহায্য করেনি। একদিকে ছিল ইচ্ছা, অন্যদিকে ছিল জনকল্যাণের লক্ষ্য। (বিস্তারিত ৩ পাতায়)

কোটির বেশি ভোটারের সঙ্গে কারচুপি বাংলায়

প্রতিবেদন : এসআইআরে কোটির বেশি ভোটারের সঙ্গে কারচুপি হয়েছে বাংলায়। দেশের অভিজ্ঞ আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ থেকে উঠে এসেছে এই তথ্য। এর মধ্যে যেগুলি খোলাই হয়নি, যেগুলি জোর করে বাদ দেওয়া হয়েছে, পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ধাপ ধরলে সংখ্যাটি কোটি পেরিয়ে যাবে। এরপরে আবার ৬ লক্ষ বাদ এবং ৭ লক্ষ নিজেদের পছন্দমতো নাম ঢুকিয়েছে কমিশন। ফলে এই সংখ্যাটি কোন জায়গায় এসে দাঁড়াচ্ছে তা যে কোনও সাধারণ নাগরিকই বুঝতে পারছেন। ভোট জালিয়াতি নিয়ে বারবার বিশেষজ্ঞরা অভিযোগ তুলেছেন। জহর সরকারের মতো চিন্তাবিদও ঘোটালা নিয়ে সরব হয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, সব বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দিতে হবে। এ নিয়ে আদালতেও লড়াই করে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকরা। উল্লেখ্য, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশিও নির্বাচন কমিশনের নানারকম কারচুপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তিনি বাংলার ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে ফের ভোট চেয়েছেন। তথ্য তুলে তিনি দেখিয়েছেন, বাংলার অন্তত ৭০ থেক ৮০টি আসনে মুসলিম ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তালিকা ধরে। এ-ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের উচিত লিপিবদ্ধ অভিযোগগুলিকে সামনে নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। এর মধ্যে আরও অভিযোগ উঠেছে, জুডিশিয়াল অফিসাররা বিবেচনাধীন নামে ছাড় দিলেও এখানকার নির্বাচন কমিশন অফিস কোন উদ্দেশ্যে ১৬ লক্ষ নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবার উদ্যোগী হল? এর পেছনে কারা? এই নিয়ে আইনি লড়াই চলছে। এসআইআর যে আসলে মোদি সরকারের ক্ষমতায় আসার জন্য সবচেয়ে বড় ঘোটালা তা প্রত্যেক দিনের অভিযোগ থেকে উঠে আসছে। যে বৈধ ভোটারদের অবৈধভাবে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তা আসলে সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রীয় অপরাধ। মানুষ বিচার চাইছেন সুপ্রিম কোর্টের কাছে।



এস ওয়াই কুরেশি

এসআইআরে কারচুপি

খসড়ায় বাদ	৫৮ লক্ষ
বিবেচনাধীন	২৭ লক্ষ
ফিরিয়েও নাম বাদের সুপারিশ	১৬ লক্ষ
নাম ডিলিট	৬ লক্ষ
নাম ঢুকিয়েছে	৭ লক্ষ

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



আহুতি

তোমার বিভূতি
আমার আহুতি
নিকটে দাঁড়িয়ে কত পথছবি
তুমি উদ্ভাসিত
সংগীত আমার নাকছাবি।
তুমি আলোড়ন
আমি আন্দোলন
খুঁজি সন্ধ্যার তারা,
তুমি অবসাদ
আমি আস্বাদ,
বুঝি চিরনূতন ধারা।
তুমি ধুলার ধরণী
আমি মগ্ন সরণি
তৃণগুচ্ছ চির মৃত্তিকা,
তুমি জননী
আমি বনানী,
সমুদ্র তনয়া ঋত্বিকা।

রেল হকারদের পুনর্বাসনের দাবিতে নেত্রীর নির্দেশে ডেপুটেশন তৃণমূলের

প্রতিবেদন : উচ্ছেদের প্রতিবাদে তৃণমূল-সমর্থিত রেল হকারদের ডেপুটেশন। পূর্ব রেলওয়ে ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের স্টেশন ও রেলের জমি থেকে উচ্ছেদ করার প্রতিবাদে সোমবার পূর্ব রেলের সদর দফতরে গিয়ে সংস্থার জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন জমা দিলেন উচ্ছেদ-হওয়া কয়েকশো হকার। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন আইএনটিটিইউসি নেত্রী তথা সাংসদ দোলা সেন। ডেপুটেশনে মূলত চারটি দাবি জানিয়েছেন হকারেরা। দাবিগুলি হল, তাঁদের বেঁচে থাকার অধিকার, পুনর্বাসনের অধিকার, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার এবং বিকল্প রোজগারের অধিকার। এদিন এই চারটি দাবি তাঁরা পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে তুলে ধরেন। সাংসদ দোলা সেন হকারদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনারা ট্রেনে টিকিট কেটে এই কর্মসূচিতে এসেছেন তাই আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। এর আগে শ্রীরামপুরের সভা থেকেও আমরা এই চারটি দাবি জানিয়েছিলাম। তার আগে আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, গত ১৭ জুন শুধু হকারদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মতলায় পথে নেমেছিলেন। কারণ, উনি হকারদের বিষয়টি খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। মুখ্যমন্ত্রী (এরপর ৭ পাতায়)





রেলের জিএম-এর কাছে হকারদের নিয়ে ডেপুটেশনে সাংসদ দোলা সেন। নিচে বক্তব্য রাখছেন সাংসদ।

বাংলা স্বীকৃতই নাম নিয়ে অযথা জটিলতা কেন?

প্রতিবেদন : যার পূর্বই নেই তার আবার পশ্চিম! ওয়েস্ট বেঙ্গলের নাম পরিবর্তন নিয়ে ফের বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ তৃণমূলের। বিধায়ক তথা তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এদিন বলেন, যে বঙ্গে খেলা হয় বাংলার নামে। বাংলার নামে ক্রিকেট-ফুটবল খেলাও হয়। সেইসময়ও কেউ পশ্চিমবঙ্গ বলে না। আবার বাংলার ইংরেজি বর্ণটিও অনেক আগে আসে, ফলে প্রশাসনিক বৈঠকে আগেভাগেই কথা বলতে পারেন জনপ্রতিনিধিরা। সব মিলিয়ে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা নামটাই রাজ্যের জন্য উপযুক্ত। (এরপর ৭ পাতায়)



তারিখ অভিধান

১৯৩১ রবি ঘোষ (১৯৩১-১৯৯৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। অভিনয় ছিল তাঁর মজ্জায়-মজ্জায়। তাই কোনও বাধাই তাঁর সেই 'প্যাশন'কে দমিয়ে রাখতে পারেনি। আর পেশাদারিত্ব? ঠিক সময়ে কাজের জায়গায় পৌঁছনো ছিল তাঁর স্বভাব। 'ঠগিনী' ছবি তৈরির সময় একদিন বেশ দেরি হল ফ্লোরে পৌঁছতে। দুপুরের ব্রেকের আগে পর্যন্ত নির্বিঘ্নে কাজ শেষ হলে জানা গেল তিনি সেই সকালেই মা-কে দাহ করে এসেছেন। তাই দেরি। অনেক সময় গাড়ির চালক না এসে পৌঁছলে, ট্যাক্সি ধরে বেরিয়ে পড়তেন। কমেডিয়ান হিসেবে তাঁর খ্যাতি হলেও আদতে তিনি ছিলেন চরিত্রাভিনেতা। আসলে রবি ঘোষ এমনই একটা নাম, বাঙালি যাঁকে একজন কমপ্লিট অভিনেতা হিসেবেই চেনে।



১৯৩৪ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৮৮১-১৯৩৪) এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট ব্যারিস্টার ও জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ। দেশবাসী তাঁকে 'দেশপ্রাণ' উপাধি দিয়েছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ মামলা, ডগলাস হত্যা মামলা-সহ বিভিন্ন মামলায় বিনা ফি-তে বিপ্লবীদের হয়ে মামলা লড়েন। ১৯২৭ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং ১৯৩৩-এ কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থী রূপে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন এবং পরের বছর ভারতীয় আইনসভার সভ্য নির্বাচিত হন।

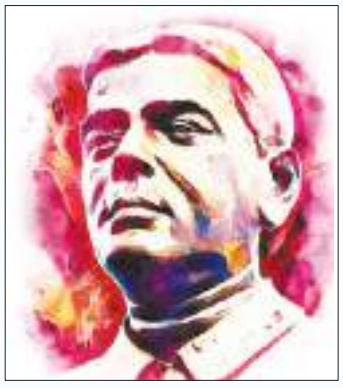

১৬৪২ তাসমানিয়া আবিষ্কার ওলন্দাজ নাবিক আবেল জান্সজুন তাসমান এদিন তাসমানিয়া আবিষ্কার করেন। প্রথমে এটি ভ্যান দিয়েমেন্স ল্যান্ড নামে পরিচিত ছিল। জাকার্তার বাটাভিয়া থেকে নৌ-যাত্রা শুরু করে নিউ গায়না যাওয়ার জন্য চিলির উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন আবেল। যাওয়ার পথে তাসমানিয়ার দক্ষিণ উপকূল আবিষ্কৃত হয়।

১৮৫৯ চার্লস ডারউইনের 'অন দি অরিজিন অব স্পিসিস বাই মিন্স অব ন্যাচারাল সিলেকশন' প্রকাশিত হয়। বিবর্তনের তত্ত্বের আকরগ্রন্থ এটি।

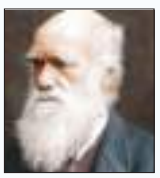

১৯২৬ মিরজাফর লেনের নাম বদল হল এদিন। মধ্য কলকাতার এই রাস্তাটির নাম এদিন থেকে হল কলেজ রো। এর ৩০ বছর বাদে ২৫ নভেম্বর মধ্য কলকাতার আর একটি রাস্তা— ওয়েলিংটন স্ট্রিটের নাম বদলে নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট রাখা হয়।

১৮৫৬ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি শুরু হয় এদিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ। তখন নাম ছিল ক্যালকাটা কলেজ অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। মূলত পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজনে এই কলেজ শুরু হয়। ঠিকানা ছিল ১৫-১৬-১৭ ট্যাঙ্ক স্কোয়্যার। ১৮৬৫-তে এটি প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থানান্তরিত হয়, তার পরে শিবপুরে।





১৯৭৪ লুসির কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয় এদিন। আবিষ্কারক ডোনাল্ড জোহানসন, মরিস তালেব, ইভেস কপারস এবং টিম হোয়াইট। আদিম জনজাতি থেকে আধুনিক মানুষের বিবর্তনের পথে অনেক অন্তর্বর্তিকালীন প্রজাতির উদ্ভব হয়েছিল। তাদের মধ্যে একটি অস্ট্রালোপিথেকাস। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম এই প্রজাতির খোঁজ মিলেছিল। অস্ট্রালোপিথেকাস প্রজাতির প্রথম জীবাশ্ম ছিল 'লুসি', একটি নারী-কঙ্কাল। ইথিওপিয়ায় ওই জীবাশ্ম আবিষ্কারের পরেই হইহই পড়ে গিয়েছিল গোটা দেশে। মনে করা হত, 'লুসি'ই ছিল আদিম মানব জাতির প্রথম নিদর্শন। কঙ্কালটির নাম লুসি রাখা হয়েছিল বিটলসের জনপ্রিয় গান 'Lucy in the sky with diamonds' অনুসারে।

১৯৩৩ দেশ পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও বঙ্কিমচন্দ্র সেনের পর দীর্ঘদিন এই সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সাগরময় ঘোষ। এটি এখনও বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবীদের সেরা সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে বিবেচিত হয়।

কর্মসূচি



পোলবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দনারপাড়া গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী অসিত সরকারের বাবা অরুণ সরকারের আকস্মিক মৃত্যুর খবর শুনে তাঁর বাড়িতে প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৯০

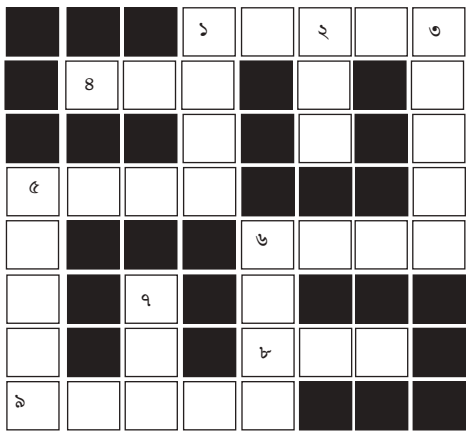

পাশাপাশি : ১. নিষেধ, বারণ ৪. রপ্তানির উপযোগী ৫. নালিশ ৬. যেখানে ঢিল মারলে বিপদ ৮. পোত, নৌকা ৯. প্রসাদ।

উপর-নিচ : ১. শেয়ারবাজার ছাড়া সব জায়গায় করা যায় ২. ক্ষমা ৩. ধর্মকে পণ্য করে যে বাণিজ্য করে ৫. দুর্ঘটনা, বিপদ ৬. বাঘ ৭. পায়ের অলংকারবিশেষ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৮৯ : পাশাপাশি : ১. তুরানি ৪. কার্মুকবল ৬. নচ্ছার ৭. বলেরাখা ৯. লশকর ১২. আনখা ১৩. ফতোকাপ্তেন ১৪. খঞ্জনি।
উপর-নিচ : ১. তুফানমেল ২. নিকার ৩. ভেকরব ৫. লহরা ৮. খাটাখাটনি ১০.শরিফ ১১. রতিকান্ত ১২. আনখ।

২৩ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৫৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬৩৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২০১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৩১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৩২০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৩.২৮	৯৩.৮৪
ইউরো	১০২.০০	১০৩.৪৪
পাউন্ড	১২১.৮৭	১২৩.৬৫

নজরকাড়া ইনস্টা



■ সুদীপা চট্টোপাধ্যায়



■ মাধুরী দীক্ষিত নেনে

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
আমারশহর
24 November, 2026 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in
৩
২৪ নভেম্বর ২০২৬
মঙ্গলবার

হিন্দুবিরোধী! কুৎসার বিরুদ্ধে এক সাধারণ নাগরিকের পোস্ট

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুদের জন্য একের পর এক পদক্ষেপ করেছেন। তাঁর জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের সুফল নিয়ে বিকৃত প্রচার চলছে। সমাজমাধ্যমে গার্গী মুখোপাধ্যায় যুক্তি দিয়ে লিখলেন, বিভ্রান্ত হবেন না। পড়ুন তিনি কী লিখলেন





দুর্গাপুজোর অনুদান, ক্লাবগুলোকে টাকা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুজোর অনুদান হিসেবে ক্লাবগুলোকে টাকা দিয়েছিলেন। ২০১৮ সালে প্রথম শুরু। তখন প্রত্যেক পুজো কমিটিকে দেওয়া হত ১০,০০০ টাকা। তারপর বেড়ে বেড়ে ২০১৯ সালে ২৫,০০০ টাকা, করোনার সময় ৫০,০০০ টাকা, ২০২৪ সালে ৮৫,০০০ টাকা, ২০২৫ সালে ১,১০,০০০ টাকা দেওয়া হয় কমিটিগুলোকে।

২০২৫ সালে ৪০,০০০ থেকে ৪৫,০০০টি পুজো কমিটি এই টাকা পেয়েছে। শুধু এই খাতে সরকার খরচ করেছে প্রায় ৪৯৫ কোটি টাকা। ২০১৮ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত সব মিলিয়ে ক্লাবগুলোকে দেওয়া হয়েছে ৩,৫০০ থেকে ৫,০০০ কোটি টাকার মতো।

শুধু টাকা নয়, সঙ্গে আরও সুবিধা। পুজো প্যান্ডেলের বিদ্যুৎ বিলে ৮০ শতাংশ ছাড়। ফায়ার লাইসেন্স, পুরসভা, পঞ্চায়েতের সব ফি মকুব। কলকাতা কর্পোরেশনের ট্যাক্স মকুব। এক জানলা দিয়ে সব অনুমতি। দুর্গাপুজো কার্নিভাল সরকার নিজে করে। দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পেয়েছে, সেটাকে সামনে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিউ টাউনে দুর্গা-অঙ্গন বানানোর পরিকল্পনা করেন।

এই ৪০,০০০ ক্লাবের ৯৫ শতাংশই হিন্দুদের পুজো। মানে এই টাকা সরাসরি হিন্দুদের পকেটে গিয়েছে। বিজেপিশাসিত কোনও রাজ্যে পুজো কমিটিকে ১,১০,০০০ টাকা দেওয়া হয় না।

পুরোহিত ভাতা

ইমাম ভাতার পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোহিত ভাতাও চালু করেন। ২০২০ সালে এই অনুদান ব্যবস্থা চালু করা হয়। প্রথমে পুরোহিতরা পেতেন ১,০০০ টাকা করে। পরে সেটা বেড়ে হয় ১,৫০০ টাকা।

২০২৬ সালের ১৫ মার্চ, ভোটের তারিখ ঘোষণার ঠিক আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, পুরোহিত আর মোয়াজ্জিন দুই পক্ষেরই ভাতা ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ২,০০০ টাকা করার কথা। আর যত নতুন আবেদন জমা পড়েছিল, সব মঞ্জুর করা হয়। বাংলায় প্রায় ৩০,০০০ পুরোহিত এই টাকা পান। হিন্দু পুরোহিত আর মুসলিম মোয়াজ্জিনকে একই চোখে দেখা হয়েছে।

দিঘায় জগন্নাথ মন্দির

৩০ এপ্রিল ২০২৫, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ একর জমির উপর ২৫০ কোটি টাকা খরচ করে বানানো হয়েছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে নির্মিত মন্দির। উদ্বোধনের ৮ মাসের মধ্যে এখানে দর্শনার্থী হয়েছে ১ কোটির বেশি। বিজেপি বলেছিল এটা মন্দির নয়, কালচারাল সেন্টার। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এটা বাংলার মানুষের জন্য জগন্নাথধাম।

দুর্গা অঙ্গন, নিউ টাউন

২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, নিউ টাউনে ১৭.২৮ একর জমিতে দুর্গা অঙ্গনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খরচ ২৬২ কোটি টাকা। এখানে থাকবে ৫৪ মিটার উঁচু গর্ভগৃহ, ১০০৮টা পিলার, ১০৮ জন দেবী-দেবীর মূর্তি, সাংস্কৃতিক মিউজিয়াম, ১০০০ জন বসতে পারার মতো কেন্দ্রীয় উঠোন। প্রতিদিন ১ লক্ষ ভক্ত আসতে পারবেন, সেভাবেই দুর্গা অঙ্গন তৈরির পরিকল্পনা হয়। ঘোষণাও করেন, ৩৬৫ দিন খোলা থাকবে এই দুর্গা অঙ্গন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, দুর্গাপুজো ইউনেস্কো স্বীকৃতি পাওয়ার পর বাংলার এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতেই দুর্গা অঙ্গন দরকার।

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির

উত্তরবঙ্গে ২০২৬ সালের জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে মহাকাল মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর জন্য জমি চিহ্নিতও হয়ে যায়। ট্রাস্টও গঠন করা হয়।

স্কাইওয়াক, দক্ষিণেশ্বর আর কালীঘাট

এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে-দেখা সবথেকে বড় কাজ। দক্ষিণেশ্বর স্কাইওয়াকের উদ্বোধন হয় ২০১৮ সালের ৫ নভেম্বর। খরচ প্রায় ৬৫ কোটি থেকে ৯০ কোটি টাকা। ১০.৫ মিটার চওড়া, ৩৪০ মিটার লম্বা, কাঁচ আর স্টিলের তৈরি। রেল স্টেশন, বাস স্ট্যান্ড, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে সরাসরি মন্দিরে যাওয়া যায়। এসকেলেটর, লিফট, দোকান আছে। দক্ষিণেশ্বরে বছরে ১.৪ কোটি ভক্ত আসে। সঙ্গে ৬০০ জন বসতে পারার মতো ভোগগৃহ বানানো হয়েছে, ঘাট মেরামত করা হয়েছে।

কালীঘাট স্কাইওয়াক তৈরিতে প্রথমে ১২৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হয়েছিল, পরে ৩০০ কোটি টাকা খরচের কথা ঘোষণা করা হয়। ১৪ এপ্রিল ২০২৫ উদ্বোধন হয়। ৪৫০ মিটার লম্বা, কালীঘাট মেট্রো স্টেশন থেকে সরাসরি মন্দিরে যাওয়ার জন্য স্কাইওয়াক। কালীঘাট মন্দিরের সংস্কারে সরকার খরচ করেছে ১৬৫ কোটি টাকা, রিলায়েন্স দিয়েছে ৩৫ কোটি টাকা।

তারাপীঠে রাস্তা সরু বলে স্কাইওয়াক হয়নি, তার বদলে তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তৈরি করে ১৫০ কোটি টাকার কাজ করা হয়েছে। রাস্তা, আলো, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা সব ঠিক করা হয়েছে।

সব তীর্থস্থান সংস্কার

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার তীর্থস্থান সংস্কারে মোট ৭০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। এই পরিসংখ্যান তৎকালীন মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছিলেন

কালীঘাট মন্দির, ২০০ বছরের পুরনো মন্দিরের সংস্কার, দুধপুকুর সংরক্ষণ, চারপাশের রাস্তা চওড়া করা।

- তারকেশ্বর শিব মন্দির সংস্কার।
- বীরভূমের কঙ্কালীতলা মন্দির সংস্কার।
- জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দিরে স্কাইওয়াক বানানো হয়েছে।
- জলপাইগুড়ির মা ভবানী আর দেবী চৌধুরানি মন্দিরের সংস্কারে টাকা দেওয়া হয়েছে।
- ইসকনকে ৭০০ একর জমি দেওয়া হয়েছে।

২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও ঘোষণা করেন, রাজ্যের পুরনো হিন্দু মন্দির সংস্কারের জন্য ১,০০০ কোটি টাকার আলাদা তহবিল তৈরি করা হবে। **(এরপর ৫ পাতায়)**

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

24 November, 2026 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

বাংলাই যথার্থ

যার পূর্বই নেই তার আবার পশ্চিম! ওয়েস্ট বেঙ্গলের নাম পরিবর্তন নিয়ে ছেলেখেলা করছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। এ বঙ্গে খেলা হয় বাংলার নামে। ক্রিকেট-ফুটবলের টিমের নাম বাংলা। কেউ কি তখন পশ্চিমবঙ্গ বলেন? বলেন না। আবার বাংলার ইংরেজি বর্ণটিও অনেক আগে আসে। ফলে প্রশাসনিক বৈঠকে আগেভাগেই কথা বলতে পারেন জনপ্রতিনিধিরা। এটাই তো ছিল বাংলা নাম করার আসল উদ্দেশ্য। যা চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা তাঁর কোনও নিজস্ব ইচ্ছা নয়। রাজ্যের ইতিহাসবিদ, এমনকী বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিদ্বজ্জনেরা বাংলার পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব গিয়েছিল। কিন্তু বাংলার দাবি মানা হয়নি। ফেলে রাখা হয়েছিল, সদুত্তর দেওয়া হয়নি। ডাবল ইঞ্জিন ক্ষমতায় আসার পরই পশ্চিমবঙ্গ নামটি রাখতে উঠেপড়ে লেগেছে। এক্ষেত্রে আর একটি টেকনিক্যাল সমস্যা আছে। বাংলার মাটি বাংলার জল— সবেতেই বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়া আছে। তারপরেও নাম বদলের কারণটা কী? এ প্রশ্নের জবাব বিজেপিকে দিতেই হবে। এনিয়ে সোস্যাল মিডিয়াতেও ঝড় উঠেছে। বাংলা নাম যে যুক্তিযুক্ত, তা একসময় বামেরাও মেনে নিয়েছিল। বিজেপি সরকারের একগুঁয়েমির জন্য ফের পশ্চিমবঙ্গই রয়ে গেল। আসলে বিজেপিকে তো নতুন কিছু করতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করে গিয়েছেন, তার বাইরে ভাবতেই পারছে না বিজেপি। বিভিন্ন প্রকল্পগুলিও এক রেখে খালি নামবদল চলছে। কমে যাচ্ছে উপভোক্তার সংখ্যা। সময়ে টাকা পাচ্ছেন না উপভোক্তারা। অন্নপূর্ণা যোজনা থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী, এমনকী কৃষক ভাতার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বাংলা নাম সরিয়ে রেখে আসলে ইতিহাসকেই অস্বীকার করল রাজ্য সরকার।

e-mail থেকে চিঠি

ভরসা থাকবে কী করে?

ভারতের বিচারব্যবস্থায় একটি বহুল প্রচলিত নীতি রয়েছে—'জামিন অধিকার, কারাবাস ব্যতিক্রম'। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, বাস্তবে এই নীতির প্রয়োগ কি সবার ক্ষেত্রে সমান? কোনও ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন কারাবন্দি থাকার যুক্তিতে আদালত সাজা স্থগিত করে জামিন দিচ্ছে। আবার কোনও ক্ষেত্রে বছরের পর বছর বিচার শুরু না হলেও জামিন মিলছে না। এই বৈপরীত্যই আজ ভারতের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে একাধিক অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। ৮৪ বছরের আদিবাসী অধিকারকর্মী স্ট্যান স্বামী ভীমা কোরেগাঁও মামলায় ইউএপিএ ধারায় গ্রেফতার হয়েছিলেন। পারকিনসন্স সহ গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা থাকা সত্ত্বেও তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছিল। ২০২১ সালের ৫ জুলাই বিচারাধীন অবস্থাতেই হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর জামিন খারিজ করার সময় বিশেষ এনআইএ আদালতের বিচারক বলেছিলেন, অভিযুক্তের ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারের তুলনায় সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন অসুস্থ বৃদ্ধের ক্ষেত্রে যদি সমাজের স্বার্থ ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরে স্থান পায়, তাহলে কীভাবে বিলকিস মামলায় ১৭ বছরের কারাবাসকে জামিনের যুক্তি হিসাবে মেনে নেওয়া যায়? গুজরাত সরকার সাজা মকুব করে বিলকিস বানো মামলায় অভিযুক্ত ১১ জনের। উপলক্ষ ছিল স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি। গোধরা জেলের বাইরে রীতিমতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তাঁদের স্বাগত জানানো হয়েছিল। গলায় মালা পরিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতারা। ২০২৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি নাগারত্না ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুয়ানের বেঞ্চ ফের তাঁদের জেলে পাঠায়। অথচ সেই সুপ্রিম কোর্টই এবার সেই সাজাপ্রাপ্তদের দু'জন প্রদীপ রমনলাল মোধিয়া এবং বিপিনচন্দ্র কানহাইয়ালাল যোশীকে জামিন দেওয়ার কথা বলছে। ২০০২ সালে গুজরাত হিংসার সময় বিলকিসের বয়স ছিল ২১ বছর। পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। হিংসা থেকে বাঁচতে পরিবারের সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁকে গণধর্ষণ করা হয়। তাঁর মাকেও যৌন নির্যাতন করা হয়। বিলকিসের চোখের সামনেই তিন বছরের শিশুকন্যাকে আছড়ে মেরে খুন করা হয়। পরিবারের ১৪ জন সদস্যকে সেই সময় খুন করা হয়েছিল। বিজেপি এমন একটি সমাজ তৈরি করেছে, যেখানে অপরাধের চেয়ে অপরাধীর ধর্ম, জাতি বা রাজনৈতিক পরিচয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। — **অনির্বাণ ধর, বেলঘরিয়া, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

গোবর খাওয়া আমাদের অভ্যেস নয় তাই বুঝতে পারছি না কিছুতেই

জাতীয় পতাকা এবং সংসদ থাকবে সর্বোচ্চ মর্যাদায়, তার আড়ালে কোনওরকম দুর্নীতি বা অপচয় সংঘটন ভয়ঙ্কর অন্যায়। অথচ সেটাই হচ্ছে বেপরোয়াভাবে। লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

আসলে, গোমূত্র বা গোবর আমাদের খাদ্য নয়। সেজন্যই বোধহয় কিছুতেই বুঝতে পারছি না কয়েকটা কথা।

বুঝতে পারছি না কেন এবং কীভাবে ৫০০টি জাতীয় পতাকার জন্য খরচ হল ২০০ কোটি টাকা।

কালকাজি, দ্বারকা থেকে এইমস চত্বর, দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট, রাজীব গান্ধী স্টেডিয়াম... রাজধানীজুড়ে প্রায় সর্বত্র ১১৫ ফুট উঁচুতে উড়ছে বৃহদাকার জাতীয় পতাকা। সর্বমোট ৫০০টি। সেজন্য বিভিন্ন স্থানে বসানো হয়েছে উঁচু উঁচু খুঁটি বা ফ্ল্যাগপোল। কিন্তু সেই পতাকা তৈরি করতে, লাগাতে ও রক্ষণাবেক্ষণে ইতিমধ্যে খরচ হয়েছে ২০০ কোটি টাকারও বেশি। ভাবতে পারেন!

২০২১ সালে আম আদমি পার্টি (আপ) সরকারের আমলে দিল্লিতে শুরু হয়েছিল 'দেশভক্তি কর্মসূচি'। ২০২২ সালের মধ্যেই রাজধানীর সর্বত্র উড়তে থাকে ৩৫ ফুট বাই ৫০ ফুটের তেরঙ্গা। তারপর 'যমুনা' দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। মসনদে বসেছে রেখা গুপ্তার নেতৃত্বে বিজেপি সরকার। তবে ওই ৫০০ জাতীয় পতাকার রক্ষণাবেক্ষণ বন্ধ হয়নি। বরং তার খরচ দিন দিন বাড়তে বাড়তে ছুঁয়ে ফেলেছে ২০০ কোটির অঙ্ক। নেটিজেন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলের একাংশের বক্তব্য— দেশভক্তির নামে বিপুল অর্থ অপচয় করা হয়েছে। এই পাহাড়প্রমাণ টাকায় দূষণে হাঁসফাঁস দিল্লির পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া যেত। জিটিবি হাসপাতালে প্রস্তাবিত ট্রমা সেন্টার তৈরি করা যেত। কেউ কেউ বলছেন, এই অর্থ ২০২৬-২৭ সালের বাজেটে নতুন সরকারি স্কুল বিল্ডিং নির্মাণে বরাদ্দের সমতুল্য।

জাতীয় পতাকাগুলি লাগাতে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল সরকারি কোষাগার থেকে। সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত তিনটি সরকারি দরপত্রের হিসাব সামনে এসেছে। তাতে দেখা গিয়েছে, ২০২৩ সালে ৫০০টি তেরঙ্গার দেখভালের খরচ ছিল প্রায় ২২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। ২০২৫ সালে তা বেড়ে হয় ২৬ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা। চলতি বছরে সেপ্টেম্বর মাসের দরপত্রে অঙ্কটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ কোটি ৪৮ লক্ষে। ফলে সব মিলিয়ে খরচের বহর ছাপিয়ে গিয়েছে ২০০ কোটি টাকা। নির্দিষ্ট সময় অন্তর পতাকা ধোয়া, নিয়ম করে পরিবর্তন, ঝড়-ধুলো, দূষণের দাপটে সেগুলির দেখভাল করতে গিয়েই বিপুল টাকা ব্যয় হয়েছে। দেশ ভক্তি প্রদর্শনের জন্য এই বিপুল অঙ্কের আর্থিক মাশুল।

প্রতিমাসেই পতাকা বদলানো শুরু হয়েছে। প্রথম দিকে দু'বছরে ৩ হাজার পতাকা লাগত। এখন দু'বছরে প্রায় ১০ হাজার পতাকার প্রয়োজন। এছাড়াও ২০টি টিম মোটরবাইকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে পতাকার অবস্থা খতিয়ে দেখছে নিয়মিত। তাতেও ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। ঠিক এখানেই উঠছে প্রশ্ন, দেশভক্তির নামে এমন লাগামছাড়া খরচের কি সত্যিই খুব দরকার?

জাতীয় পতাকা কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়, নয় ক্ষমতারও প্রচারসামগ্রী—এটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, আত্মমর্যাদা, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের প্রতীক। তার প্রতিটি রঙের সঙ্গে সম্পৃক্ত দেশের ইতিহাস, মানুষের আবেগ এবং অসংখ্য আত্মবলিদানের



স্মৃতি। অতএব, সর্বোচ্চ সম্মান প্রদানসহ জাতীয় পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার মধ্যে আপত্তির অবকাশ নেই। ভারতের প্রতিটি কোণে মর্যাদার সঙ্গে বরং তেরঙ্গা পতাকা উড্ডীন দেখতে চায় সকলে। কিন্তু সেই পবিত্র আবেগকে সামনে রেখে সরকারি কোষাগারের অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে যদি কোনও সংযম, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বালাই না-থাকে, তবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।

আসলে, গোমূত্র বা গোবর আমাদের খাদ্য নয়। সেজন্যই বোধহয় কিছুতেই বুঝতে পারছি না কয়েকটা কথা। সেজন্যই বোধ হয় বুঝতে পারছি না কেন সাংসদ পিছু ১৫০ কোটি টাকা দর দিচ্ছে বিজেপি।

প্রথমবার ব্যর্থ। আর দ্বিতীয় চেষ্টাতেও জোগাড় হচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত নম্বর। লোকসভা এবং রাজ্যসভা—এই দুই কক্ষেই যদি 'পাশ মার্কস' পাওয়ার মতো এমপি জোগাড় না হয়, ফের মুখ পুড়বে মোদি সরকারের। অথচ, ডিলিমিটেশন বিল দিনের আলো না দেখলেই নয়। কারণ, এখানেই লুকিয়ে আছে নরেন্দ্র মোদির টিকে থাকার জিয়নকাঠি। একবার ডিলিমিটেশন বিলের মাধ্যমে ৮৫০ আসন এবং পছন্দমতো পুনর্বিন্যাস হয়ে গেলেই কেল্লাফতে। ভোটে ঠিক বৈতরণী পার করে যাবে বিজেপি।

এই পরিস্থিতিতে আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে ডিলিমিটেশন বিল পাশ করতে দল ভাঙার খেলায় নেমেছে বিজেপি। বড় ভাঙন ধরাতে না পারলে সাংসদদের আলাদা আলাদাভাবে অফার দেওয়া হচ্ছে। সাংসদ প্রতি দর দেওয়া হচ্ছে ১৫০ কোটি টাকা।

যেভাবে হোক আগে নম্বর নিশ্চিত করতে চাইছে বিজেপি। তাই পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে শীতকালীন অধিবেশনও। সেই সুযোগে চলছে ঘোড়া কেনাবেচা। অনেকেই বলছেন, এ হল বিজেপি ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ।

মহারাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ঘোড়া কেনাবেচার দায়িত্ব নিয়েছেন। টাকাপয়সার ব্যবস্থাও তিনিই করছেন। বার্তা দেওয়া হচ্ছে, বিলে সমর্থন করলেই টাকা মিলবে। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংসদরা দলবিরোধী আইনের ফাঁসে পড়বেন না বলেও আশ্বস্ত করেছে বিজেপি।

এই অঙ্কেই বাংলায় বিধানসভা ভোটের পর তৃণমূল কংগ্রেসের বেইমানরা এনসিপিআইয়ে যোগ দিয়েছে। তাদের সঙ্গে ১৮-২০ জন লোকসভার সাংসদ রয়েছে বলে দাবি।

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়দের এনসিপিআই অক্সিজেন দিয়ে রেখেছে মোদি-শাহকে। বিজেপির বিরোধিতা করে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ব্যবহার করে জেতার পর তাঁরা এখন গেরুয়া শিবিরেরই 'সমর্থক'। বিলে সমর্থনের প্রতিদান হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এনসিপিআইকে স্থান দেওয়ার জন্য দর কষাকষিও শুরু হয়েছে। যদিও ২০-২২ জন এমপির সমর্থনে বিল পাশ হবে না। তাই এখন, টাকার থলি হাতে নেমে পড়েছে বিজেপি।

প্রশ্ন, জনগণনাই তো হল না। তা হলে বিজেপি কীভাবে বুঝল আসন বাড়িয়ে ৮৫০ করতে হবে?

দাবি, এর বদলে বরং ৫৪৩ আসনের ভিত্তিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ জারি করুক মোদি সরকার।

এই সরকার ভুলে গেছে, তাই ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, দেশভক্তির প্রকৃত পরিচয় পতাকার উচ্চতায় নয়, রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতায়, যেখানে আগে পরে উপরে নিচে সবখানে নাগরিকের স্বার্থ।

আর সেই নীতি উপেক্ষিত হচ্ছে এবং বিষয়টা নাগরিকরা ধরে ফেলেছে বলেই ডিলিমিটেশন নিশ্চিত করতে সাংসদ কেনাবেচার পথ ধরেছে মোদি-শাহ।

জাগোবাংলা
রাজ্য
24 November, 2026 • Tuesday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in
৫
২৪ নভেম্বর ২০২৬
মঙ্গলবার



হিন্দুবিরোধী! কুৎসার বিরুদ্ধে এক সাধারণ নাগরিকের পোস্ট





(তিনের পাতার পর)

গঙ্গাসাগর মেলা আর গঙ্গাসাগর সেতু

গঙ্গাসাগর মেলার পুরো খরচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার বহন করে এসেছে। কপিল মুনির আশ্রম সুন্দর করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের থাকার জায়গা, পানীয় জল, চিকিৎসা, সব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আগে কেন্দ্রের কাছে ১২ বছর ধরে সেতুর জন্য আবেদন করা হয়েছিল, কেন্দ্র দেয়নি। এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ১,৭০০ কোটি টাকা দিয়ে গঙ্গাসাগর সেতু বানাচ্ছেন। ২০২৬ সালের ৫ জানুয়ারি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কথা। ২ বছরের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। তখন আর নৌকায় করে জল পেরোতে হবে না। প্রতি বছর ১ কোটি হিন্দু পুণ্যার্থী এর সুফল পাবেন।

বিবেকানন্দ অ্যাকাডেমিক চেয়ার

চেয়ার মানে বসার চেয়ার নয়। অ্যাকাডেমিক চেয়ার মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা আলাদা অধ্যাপকের পদ, গবেষণার বিভাগ, ফান্ড। সেই চেয়ারে বসে একজন অধ্যাপক শুধু বিবেকানন্দ নিয়ে পড়াবেন, গবেষণা করবেন, বই লিখবেন, সেমিনার করবেন।

২০১৩ সালের ২৭ জানুয়ারি, বিবেকানন্দের ১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে বেলুড় মঠে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ চেয়ার বসানো হবে। রাজ্য সরকার তার পুরো খরচ দেবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ চেয়ারে বিবেকানন্দের দর্শন, ভারতীয় দর্শন, যুব সমাজ, শিক্ষা, নারী শিক্ষা নিয়ে গবেষণা হয়। এখান থেকে পিএইচডি হয়, বই বের হয়। প্রেসিডেন্সিতে বিবেকানন্দ নিজে পড়েছিলেন। ১৮৮০ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেই কলেজে তাঁর নামে চেয়ার বসানো মানে তাঁকে তাঁর নিজের ঘরে ফিরিয়ে আনা।

সেই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, রাজ্যের সব ব্লকে যুব উৎসব হবে, তার নাম হবে বিবেক উৎসব। বেলুড় মঠের পুরনো মঠ সংস্কারের জন্য ১ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সেই দিন বেলুড় মঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দজি মিলে বিবেকানন্দের উপর বই আর ডিভিডি প্রকাশ করেন।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন, এই বিবেকানন্দকে শুধু ১২ জানুয়ারি মালা দিয়ে মনে না রেখে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হোক। মন্দির ভেঙে যাবে, পুজোর টাকা ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ চেয়ার থাকলে ১০০ বছর পরেও ছেলেমেয়েরা বিবেকানন্দকে জানবে।

বিজেপি বিবেকানন্দের নামে শুধু স্লোগান দেয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিবেকানন্দের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে চেয়ার বসিয়ে, টাকা দিয়ে, অধ্যাপক রেখে, গবেষণা করিয়ে হিন্দু ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

দক্ষিণেশ্বরে বিবেকানন্দের স্মৃতি সংরক্ষণ

দক্ষিণেশ্বরে আলাদা করে বিবেকানন্দের কোনও চেয়ার নেই। দক্ষিণেশ্বরে যেটা সংরক্ষিত আছে, সেটা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর। মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে সেই ঘর, যেখানে রামকৃষ্ণ ১৪ থেকে ১৫ বছর ছিলেন। সেই ঘরে তাঁর কাঠের খাট, বিছানা এখনও যত্ন করে রাখা আছে। ১৮৮১ সালে এই ঘরেই রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ দত্ত, মানে স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম দেখা হয়।

বিবেকানন্দের ব্যবহার করা জিনিস সংরক্ষিত আছে বেলুড় মঠে। সেখানে তাঁর ঘরে কাঠের খাট, লেখার টেবিল, হাঁটার লাঠি, কাঠের খড়ম, সব কাঁচের বাক্সে রাখা



আছে। দার্জিলিংয়ে তিনি যে চেয়ারে বসতেন, সেটাও ২০০৬ সালে বেলুড় মঠে নিয়ে আসা হয়।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, হিন্দু মহিলাদের হাতে টাকা

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সাধারণ মহিলারা পেতেন ১,৫০০ টাকা, তফসিলি জাতি উপজাতির মহিলারা পেতেন ১,৭০০ টাকা। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলায় প্রায় আড়াই কোটি মহিলা এই টাকা পান।

বাংলার একজন ঘরের মা, বউ, দিদি, মাসে ১,৫০০ টাকা পাচ্ছেন। বছরে ১৮,০০০ টাকা। এই টাকা দিয়ে সংসার চলে, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা হয়। বিজেপিশাসিত কোনও রাজ্য নকল করেও এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে পারেনি।

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সবুজ সাথী, স্বাস্থ্য সাথী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত বিশ্বশ্রী প্রকল্প কন্যাশ্রীতে ৮০ লক্ষের বেশি মেয়ে উপকার পেয়েছে। ১৮ বছর পর্যন্ত পড়াশোনা করলে ২৫,০০০ টাকা পায়। ফলে হিন্দু ঘরের মেয়েদের বাল্যবিবাহ কমেছে, স্কুলছুট কমেছে।

রূপশ্রীতে বিয়ের সময় মেয়েরা পায় ২৫,০০০ টাকা। বাংলায় এখন পর্যন্ত ১৩ লক্ষের বেশি মেয়ে এই টাকা পেয়েছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এই টাকা পেয়েছে।

স্বাস্থ্য সাথীতে ৭.৫ কোটি মানুষের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা হয়। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এই পরিষেবা পান। কেউ অসুস্থ হলে এখন আর জমি বিক্রি করতে হয় না।

সবুজ সাথীতে ১.১ কোটি ছাত্র-ছাত্রী সাইকেল পেয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোনও জাত-ধর্ম বিচার করা হয়নি। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পেয়ে ছেলেমেয়েরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, নার্স হচ্ছে।

খাদ্য সাথী, কৃষক বন্ধু, আবাস যোজনা

খাদ্য সাথীতে ৮.৫ কোটি মানুষ বিনামূল্যে রেশন পান। এর মধ্যে ৬ কোটি হিন্দু।

কৃষক বন্ধুতে ১.১ কোটি কৃষক বছরে ১০,০০০ টাকা পান। বাংলার কৃষকের ৭০ শতাংশই হিন্দু। মানে ৭৭ লক্ষ হিন্দু কৃষক এই টাকা পান।

জয় বাংলা পেনশনে ৬০ বছরের উপরে বিধবা, প্রতিবন্ধী, বয়স্করা মাসে ১,০০০ টাকা পান। এর মধ্যে বেশিরভাগই হিন্দু ঠাকুমা, দাদু।

আবাস যোজনায় বাংলায় ৪৫ লক্ষ বাড়ি হয়েছে। এর মধ্যে ৩১ লক্ষ হিন্দু পরিবারের বাড়ি।

অন্যান্য হিন্দু উৎসব আর কাজ

সরস্বতী পুজো, লক্ষ্মীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো, রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী, সব উৎসবে সরকারি সাহায্য, পুলিশি নিরাপত্তা, রাস্তায় আলো, জলের ব্যবস্থা করা হয়। মতুয়া সম্প্রদায়ের জন্য ঠাকুরনগরে বড় কাজ হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে জানান, তিনি সকালে উঠে চণ্ডীপাঠ করে বাড়ি থেকে বের হন। নন্দীগ্রামে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমাকে হিন্দু ধর্ম শেখাতে আসবেন না।

শেষ কথা

বিজেপি বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি মুসলিম তোষণ করেন। কিন্তু হিসাব বলে উল্টো কথা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫ বছরে হিন্দুদের হাতে গিয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ১.৭৫ কোটি মহিলার টাকা, কন্যাশ্রীর ৫৫ লক্ষ মেয়ের টাকা, স্বাস্থ্য সাথীর ৫.২৫ কোটি মানুষের চিকিৎসা, খাদ্য সাথীর ৬ কোটি মানুষের রেশন, দুর্গাপুজোর ৪৯৫ কোটি টাকা, মন্দিরের হাজার হাজার কোটি টাকা।

যারা বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুবিরোধী, তারা হয় হিসাব জানে না, নয়তো জেনেও মিথ্যে বলছে। বিজেপির হিন্দুত্ব মুখে, মমতার হিন্দুত্ব কাজে।



শীত পড়তেই শহরে শীতের পসরা নিয়ে ভুটিয়ারা

১৬ লক্ষ ভোটারের নাম থাকছে না নতুন তালিকায়

ভোটাধিকার রক্ষায় হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ দাবি

প্রতিবেদন : বিচারপতিদের সবুজ সঙ্কেত মেলার পরেও এসআইআরে বাদ যাওয়া ১৬ লক্ষ ভোটারের নাম এখনও উঠল না ভোটার লিস্টে। প্রসঙ্গত, এসআইআরে বাদ যাওয়ার পর বাংলার ১৬ লক্ষ ভোটার আবেদন করেছিলেন ট্রাইবুনালে। বিচারপতিদের পক্ষ থেকে সবুজ সঙ্কেত মেলার পরও তাঁদের নাম পোর্টালে উঠছে না। কমিশন এখন যুক্তি খাড়া করেছে, তাঁদের প্যান বা অন্য কোনও সরকারি পরিচয়পত্র দিয়ে লগ ইন করতে হবে পোর্টালে। তাতে আবার নারাজ বিচারপতিরা। যা পরিস্থিতি, তাতে হাইকোর্টই এখন ভরসা।

সোমবার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ তো হয়ইনি। জানুয়ারি মাসে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশও এখন ঘোর অনিশ্চিত। তবে জানুয়ারির ১৬ তারিখ সেই তালিকা প্রকাশ না হলেও তারপর কোন একটি দিন যে হবে তা নিশ্চিত। পাশাপাশি এটাও নিশ্চিত ট্রাইবুনালে আবেদনকারী রাজ্যের ১৬ লক্ষ ভোটারের নাম ওই তালিকায় থাকছে না। বিচারপতিরা যেসব নাম আবেদন নিষ্পত্তির পর সংযুক্ত করার পক্ষে রায় দেবেন, শুধুমাত্র সেই নামই সংযুক্ত হবে ভোটার তালিকায়। তবে এখানেও কিন্তু আছে।



এমন কত নাম বিচারক-বিচারপতির ছাড় দেওয়ার তালিকায় উঠবে? যার উত্তর নেই। সূত্রের খবর, কমিশনের ওয়েবসাইট ইসিআই নেট-এর গেরোয় ট্রাইবুনালের দায়িত্বে থাকা বিচারপতিরা চূড়ান্ত নির্দেশনামা এখনও আপলোডই করতে পারছেন না। তা করতে গেলে বিচারপতিদের প্যান ও সরকারি পরিচয়পত্রের নথি দেখিয়ে পোর্টালে লগ ইন করতে হচ্ছে। কিন্তু তা করতে নারাজ বেশিরভাগ বিচারপতি। তবে এই লগ ইন গেরো শুরুর আগে ট্রাইবুনালে আবেদনকারী হাজারখানেক নামের নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। ওই কয়েকটি খসড়া তালিকায় স্থান পাবে বলে জানা গিয়েছে। অর্থাৎ, ওই সামান্য কয়েকজন আবেদনকারীকে বাদ দিলে প্রায় ১৬ লক্ষের নামই চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় না থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তবে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এই অবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে পারে কলকাতা হাইকোর্ট। তারাই ঠিক করতে পারে ট্রাইবুনাল থেকে কাদের নাম ফের নতুন ভোটার তালিকায় তোলা হবে। এখানেও একটি বিষয় রয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে এক মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিলেও ১৬ লক্ষ ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় কোনওভাবেই আনা সম্ভব নয় বলে মত বিশেষজ্ঞমহলের। আর যাঁরা নাম বাদ পড়ার পর ট্রাইবুনালে আবেদন করেননি তাঁরা ফর্ম-৬ পূরণ করে নতুন ভোটার হিসেবে নিজেদের সংযুক্ত করতে পারবেন। অনেকে তা করেওছেন। কিন্তু ট্রাইবুনালে একবার যাঁরা আবেদন করে ফেলেছেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ এখন বিশবাঁও জলে। কমিশন এই নিয়ে ভাবছেই না। ফলে তাঁরা পুরভোট দিতে পারবেন না। যদি না হাইকোর্ট রক্ষাকর্তা হিসেবে হাজির হয়।

গঙ্গাসাগরে গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, কলকাতা : গঙ্গাসাগরে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত গৃহবধূর নাম সঞ্চিতা মহাপাত্র(১৯)। জানা গিয়েছে, মন্দিরতলা খেয়াঘাট এলাকার বাসিন্দা সঞ্চিতার প্রায় এক বছর আগে সাগর থানার দেবী মথুরাপুর সোলার প্রজেক্ট এলাকায় বিয়ে হয়েছিল। বাপের বাড়ির অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই প্রতিনিয়ত শ্বশুরবাড়ির লোকজন সঞ্চিতার উপর অত্যাচার চালাত। পরিবারের দাবি, আজ ভোররাতে তাঁদের ফোন করে জানানো হয় যে সঞ্চিতা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু গতকাল রাতে সঞ্চিতার মা মেয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য ফোন করলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন জানান, মেয়ে অসুস্থ, তাই কথা বলা যাবে না। বাপের বাড়ির আরও অভিযোগ, বাড়িতে প্রায়শই অশান্তি লেগে থাকত। তাঁদের দাবি, সঞ্চিতাকে খুন করে ফাঁস লাগিয়ে



ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকী, তাঁদের না জানিয়েই রাতেই মৃতদেহ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনায় অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাগর থানার পুলিশ।

গোষ্ঠীকোন্দলে ছ'মাসেও ডেপুটি স্পিকার খুঁজে পেল না বিজেপি

প্রতিবেদন : সরকার গঠনের ছ'মাস পেরিয়ে গেল। একের পর এক বিধানসভা অধিবেশনও হয়ে গিয়েছে। অথচ এখনও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করতে পারেনি বিজেপি সরকার। বছরের শেষ তথা শীতকালীন অধিবেশন ৪ ডিসেম্বর শুরু হলেও গুরুত্বপূর্ণ এই সাংবিধানিক পদটি ফাঁকাই থেকে যাচ্ছে। আর তা ঘিরেই জোরদার হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা—দলের অন্দরের মতপার্থক্যই কি এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণ?



সংবিধান অনুযায়ী স্পিকারের পাশাপাশি ডেপুটি স্পিকার পদও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্পিকারের অনুপস্থিতিতে অধিবেশন পরিচালনা থেকে শুরু করে নানা সাংবিধানিক দায়িত্ব তাঁর উপরই বর্তায়। অথচ ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ, ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ এবং ১৫ মে প্রথম অধিবেশন বসার পরও আজ পর্যন্ত এই পদে কাউকে বসানো যায়নি।

গত ছ'মাসে একাধিক অধিবেশন হলেও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বিধানসভার সচিবালয় সূত্রেও নির্বাচন কবে হবে, তার কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই। ফলে প্রশ্ন উঠছে, সরকার কি ইচ্ছাকৃতভাবে এই নির্বাচন পিছিয়ে দিচ্ছে, নাকি দলের ভিতরে গ্রহণযোগ্য মুখ নিয়ে ঐকমত্যের অভাব রয়েছে?

তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ডেপুটি স্পিকার পদটি সাংবিধানিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতদিনেও নির্বাচন না হওয়ার কারণ সরকারকেই ব্যাখ্যা করতে হবে। বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জামানও বলেন, ছ'মাস কেটে যাওয়ার পরও এই পদ শূন্য থাকা স্বাভাবিক নয়। এর জবাব সরকারকেই দিতে হবে।

বছরের শেষ অধিবেশন দরজায় কড়া নাড়ছে। কিন্তু ডেপুটি স্পিকার নিয়ে সরকারের নীরবতা যত দীর্ঘ হচ্ছে, ততই জোরালো হচ্ছে প্রশ্ন—যোগ্য প্রার্থী বাছাই নিয়েই কি বিজেপির অন্দরে টানাপোড়েন? নাকি রাজনৈতিক সমীকরণের জটেই আটকে রয়েছে সাংবিধানিক এই নিয়োগ? সরকার অবশ্য এখনও এ-বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি।

মেলা দেখে ফেরার পথে গতির বলি ২

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : সাগরে মনসা মেলা দেখে বাড়ি ফেরার পথে বেপরোয়া গতির বলি দুই তরুণ। মৃত দুই যুবকের নাম সূর্য রাউত(২৩) ও সৌম্যদীপ খাটুয়া(২৪)। বাড়ি সাগরেরই কয়লাপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে ওই দুই বন্ধু একটি বাইকে চেপে চেমাগুড়ি বাজারে একটি মনসা মেলা দেখে বাড়ি ফিরছিলেন। আসার সময় বঙ্কিমনগর এলাকার একটি বাঁকে বাইকের গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা গিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার পাশের একটি গাছে।



বিকট আওয়াজ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা সূর্য রাউতকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, আশঙ্কাজনক অবস্থায় ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হলে ভোররাতে মৃত্যু হয় সৌম্যদীপেরও। দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শহরে হোটেলে জার্মান নাগরিকের রহস্যমৃত্যু



হোটেলে ফরেনসিক টিম। সোমবার।

সংবাদদাতা, কলকাতা : কলকাতায় জার্মান নাগরিকের রহস্যমৃত্যু। ধর্মতলার একটি পাঁচতারা হোটেলের ঘর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। হোটেলের দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করা হয়। সকাল থেকে হোটেল কর্তৃপক্ষ ডাকাডাকি করেও সাড়া পাননি। এরপরই ঘরের দরজা ভাঙতে হয়। মৃত জার্মান নাগরিকের নাম টমাস লিন। বয়স ৬৫ বছর।

রবিবার কলকাতায় এসে চৌরঙ্গীর পাঁচতারা হোটেলে উঠেছিলেন জার্মান নাগরিক। ঘরে একাই ছিলেন। সোমবার দীর্ঘক্ষণ ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় হোটেল কর্মীদের সন্দেহ হয়। কোনও সাড়াশব্দ না মেলায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে হোটেল কর্তৃপক্ষ। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। হোটেল কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই ওই বিদেশি নাগরিকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন পুলিশ কর্মীরা। চিকিৎসককে ডাকা হলে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রাথমিক ভাবে মৃতের দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কী করে মৃত্যু হল তাও স্পষ্ট নয়। সেইসঙ্গে কীভাবে হোটেলের বন্ধ ঘরে মৃত্যু হল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে খবর। খুন না আত্মহত্যা নাকি বয়সজনিত কারণে মৃত্যু? ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে। হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশ আধিকারিকেরা। ইতিমধ্যেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে।

বেলঘরিয়ায় গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু। ঘটনায় শ্বশুর-শাশুড়ি-স্বামীর বিরুদ্ধে বিষ খাইয়ে, শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ। অভিযুক্ত স্বামী গ্রেফতার

পুরভোট : শীর্ষ আদালতের পরবর্তী শুনানিতেই নজর

প্রতিবেদন : কলকাতা পুরসভার নির্বাচন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকার ও পুরসভার পৃথক আবেদনের শুনানি পিছিয়ে গেল বুধবার পর্যন্ত। সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এজলাসে দুই মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। হাইকোর্টের ভোট ঘোষণা সংক্রান্ত স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য ও কলকাতা পুরসভা। ফলে পুরভোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে আইনি টানাপড়েন আপাতত জারি রইল। কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯টি করার সিদ্ধান্তকে



চ্যালেঞ্জ করে সিপিএম কাউন্সিলর দীপু দাস কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। গত ৬ নভেম্বর হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এই সংক্রান্ত মামলা সিঙ্গল বেঞ্চে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভোটের দিন ঘোষণার প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা-সংক্রান্ত আপিল নিষ্পত্তির জন্য অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে এবং বিশেষত পুরভোটের এলাকাগুলোয় নাম বাদ যাওয়ার আবেদনগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে বলেছে। এখন পরবর্তী শুনানির দিকেই সবার নজর রইল।

রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ল অভিষেকের

সংবাদদাতা, কলকাতা : সেবাশ্রয় ইস্যুতে আঁচড়ও কাটতে পারল না বিজেপি। রক্ষাকবচ পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া সব এফআইআর-এ অন্তর্বর্তী নির্দেশের মেয়াদ বাড়াল কলকাতা হাইকোর্ট। অন্তর্বর্তী নির্দেশের মেয়াদ আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আদালতের পর্যবেক্ষণ, অন্তর্বর্তী নির্দেশের মেয়াদ না বাড়ানোর কোনও কারণ নেই।

কলকাতা-হাওড়ায় ব্রাত্য দেড় লক্ষাধিক



প্রতিবেদন : গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার নির্লজ্জ চক্রান্ত চলছেই। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লক্ষ লক্ষ যোগ্য ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না আসন্ন পুরভোটেও। ট্রাইব্যুন্যালে বৈধ বিবেচিত ভোটারদের কলকাতা ও হাওড়া পুরভোট করানোর ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছিল নির্বাচন কমিশন। তা এখন সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন।

কমিশনের ষড়যন্ত্রের পরিসংখ্যান রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, কলকাতা পুরসভা এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার এবং হাওড়া পুরসভা এলাকায় প্রায় ৩৯ হাজার আবেদন ট্রাইব্যুনালে এখনও বিচারাধীন রয়েছে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দিকটি হল, কলকাতায় নিষ্পত্তি হওয়া মামলাগুলির ১০০ শতাংশ এবং হাওড়ায় ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রেই আপিলকারীদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে রায় এসেছে।

নবান্নের কাছে বাস দুর্ঘটনায় আহত ২

সংবাদদাতা, হাওড়া : নবান্নের কাছে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংযোগকারী রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাত্রীবাহী একটি বাস। সোমবার সকালে ব্যস্ত সময়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এক বাইক-আরোহী ও কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ দুজন জখম হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাঁতরাগাছি থেকে বারাসতের দিকে যাচ্ছিল বাসটি। নবান্নের কাছে একটি বাঁকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে পরপর দুটি বাইক ও একটি মারুতি গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। এরপর রাস্তার পাশে থাকা একটি সিগন্যাল পোস্টেও ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

খবর পাওয়ার দীর্ঘক্ষণ পর পৌঁছন কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। আহতদের উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনার পর বাসচালক পলাতক। ব্রেকডাউন ভ্যানের সাহায্যে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আটক করা হয়েছে বাসটিকে। কী কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারাল? কোথায় পালাল চালক? তদন্ত করছে পুলিশ।

চলতি সপ্তাহে ৩-৪ ডিগ্রি পারদ পতনের সম্ভাবনা

প্রতিবেদন : দিনভর রোদ ঝলমলে আকাশ। আজ থেকেই হালকা শীতের আমেজ। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। মঙ্গলবার থেকে পুরোপুরি শুষ্ক আবহাওয়া। তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি পড়বে। শুক্রবারের মধ্যে তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে রাজ্যের সব জেলাতেই। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় এক বা দুই জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও আংশিক মেঘলা, কোথাও ঝলমলে আকাশের দেখা মিলতে পারে।

মঙ্গলবার থেকে সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। একইসঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ক্রমশ কমবে। বাড়বে দিনের তাপমাত্রা। শীতের আমেজ বাড়বে পশ্চিমের জেলাগুলিতে। পশ্চিমের জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামতে পারে। পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের।

আজ উত্তরবঙ্গের সব জেলায় এক বা দুই জায়গায় হালকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। কোথাও মেঘলা, কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। মঙ্গলবার থেকে সব জেলায় শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা। তাপমাত্রা কমবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা।

পুনর্বাসনের দাবিতে

(প্রথম পাতার পর)



থাকাকালীন তিনি যে কোনও হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু রাজ্যের বর্তমান সরকার আসার পর থেকে বুলডোজার চলছে যখন-তখন। বুলডোজার চালিয়ে হকার উচ্ছেদ ও রেলবসতি উচ্ছেদ চলছে ব্যাপকভাবে। গত ১ জুন আমরা পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে এসেছিলাম। আজ আবার তাকে গোটা ঘটনা জানিয়ে গেলাম। এ-ছাড়াও এই রাজ্যে থাকা রেলের বাকি দুই জেনারেল ম্যানেজারের কাছেও আমরা এই ডেপুটেশন পৌঁছে দেব। দোলা আরও বলেন, চাকরি না পেয়ে চুরি, ডাকাতি বা ভিক্ষে না করে এই মানুষগুলো নিজেদের পরিশ্রমে বেঁচে থাকার লড়াই করছেন। তাঁদের এভাবে উচ্ছেদ করা চলবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমাদের এই লড়াই চলবে। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে এই লড়াই জিততে হবে।

বেরিয়ে এসেই তোপ দাগলেন সাবিনা ইয়াসমিন

প্রতিবেদন : বালিশ শিবিরের কাছে মাথানত না করায় সাবিনা ইয়াসমিনকে এনআইএ তলব করেছিল। সোমবার ৬ ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদের পর সাবিনা বলেন, ওদের ফর্মে সই করিনি, তাই এই প্রতিহিংসা। পরিষ্কার জানিয়ে দেন, আমার কাছে ফুটেজ রয়েছে। যা বলার তথ্য দিয়ে বলে এসেছি।

সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

সংবাদদাতা, হাওড়া : বেপরোয়া লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু এক সাইকেল আরোহীর। রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বালটিকুরির জাপানি গেটের কাছে হাওড়া-আমতা রোডে। মৃতের নাম রাজকুমার দাস(৪০)। সাইকেলে যাওয়ার সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি লরি তাঁকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়লে তাঁকে লরিটি পিষে দিয়ে চলে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই সাইকেলে আরোহীর। গোটা ঘটনাটি ধরা পড়ে সিসিটিভি ক্যামেরায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দাসনগর থানার পুলিশ। ঘাতক লরির খোঁজ মেলেনি। রাস্তার দু'পাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষার পাশাপাশি চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। দুর্ঘটনার জেরে ওই রাস্তায় বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয়।

নাম নিয়ে অযথা জটিলতা কেন?

(প্রথম পাতার পর) তাঁর আরও মত, সব ইতিহাসবিদ, বিদ্বজ্জনের মতামত নিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বাংলা নাম রাখার সিদ্ধান্ত নেন। কেন্দ্র সরকারকে প্রস্তাব দেওয়ার পর কোনও সদুত্তর আসেনি। ডাবল ইঞ্জিন ক্ষমতায় আসার পর তাঁরা পরিবর্তন করছেন ঠিকই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ নামটিই রাখা হচ্ছে, যার অনেক টেকনিক্যাল সমস্যা আছে। বাংলার মাটি, বাংলার জল সবেতেই বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়াই আছে। ফলে নতুন করে নাম বদলে সেই পিছনেই পাঠিয়ে দেওয়ায় কী লাভ? প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও ওয়েস্ট বেঙ্গলের নাম পরিবর্তন নিয়ে ঝড় উঠছে। অধিকাংশ মানুষের মন্তব্য বাংলা নামটাই যুক্তিযুক্ত। এমনকী বামেরাও একদা বাংলা নামটির সপক্ষেই ছিলেন। শুধুমাত্র এই সরকারের একগুঁয়েমির জন্য পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনে ফের প্রশ্ন রেখেই গেল। একইসঙ্গে নাম নিয়ে বিতর্কও অব্যাহত।

আগামী ৯ ডিসেম্বর বিধানসভায় সব ভাষায় রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ করার প্রস্তাব পেশ করা হবে। পাশ হলে তা পাঠানো হবে কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য।

চুরি গেল লক্ষাধিক টাকার জুতো

সংবাদদাতা, হাওড়া : জুতো চুরিতে ত্রস্ত হাওড়ার এক আবাসন। সাধারণত চোরেরা বহুতল আবাসনে সোনা-রুপো, নগদ টাকা কিংবা দামি ইলেকট্রনিক সামগ্রী চুরি করার উদ্দেশ্যে ঢোকে। কিন্তু হাওড়ায় অদ্ভুত এক চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। কোনও দামি গয়নাগাটি কিংবা ইলেকট্রনিক সামগ্রী নয়, বরং জুতো-চটির ওপরই হাত সাফাই করছে চোরেরা। শিবপুর থানার হ্যাপি গার্ডেন হাউজিং সোসাইটির প্রায় ৪০টি ফ্ল্যাটের বাইরে রাখা দামি জুতো-চটি দুটি ব্যাগে ভরে নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরেরা। চুরি যাওয়া জুতো-চটির মোট মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ভোর প্রায় ৪টে থেকে ৫টার মধ্যে। জানা গিয়েছে, আবাসন চত্বরে প্রবেশের জন্য চোরেরা উত্তর-পূর্ব দিকের পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢোকে। আবাসনের মূল প্রবেশদ্বারে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও এই অনুপ্রবেশের কোনও আঁচ পাননি তারা। পরে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে চোরের আবাসনে প্রবেশের বিষয়টি সামনে আসে আবাসনের বাসিন্দাদের।

ঘটনার পর আবাসনের বাসিন্দারা শিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। উল্লেখ্য, গত দুই মাসের মধ্যে এই আবাসনে চুরির এটি দ্বিতীয় ঘটনা। পরপর এমন ঘটনায় আবাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আবাসনের বাসিন্দাদের বক্তব্য, আবাসনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। তারা বড়সড় চুরির আতঙ্কে ভুগছেন। তারা পুলিশ প্রশাসনের কাছে রাতের বেলায় পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন। তবে এইভাবে সমস্ত জুতো-চুরির ঘটনায় তাজ্জব হয়ে গেছেন আবাসনের আবাসিকরা।

হাওড়া



সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ল চোরের ছবি।

আমার বাংলা
24 November, 2026 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা



রাতের অন্ধকারে পাচার হচ্ছে রেশন, খাদ্য দফতরে বিক্ষোভ

প্রতিবেদন : রাতের অন্ধকারে পিকআপ ভ্যানে পাচার হচ্ছে রেশন! এদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও রেশন পাচ্ছেন না চা-বাগানের শ্রমিকরা। জলপাইগুড়ির অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার করলাভ্যালি চা-বাগানের এই ঘটনায় তোলপাড় জেলা। বিজেপির ছয় মাসের রাজত্বে এভাবেই দুর্নীতির গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে এবার গর্জে উঠলেন চা-শ্রমিকেরা। বারবার জেলার আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ জানিয়েও ফল না মেলায় এবার সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগে জেলার খাদ্য দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন কয়েকশো চা-শ্রমিক। তাঁদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে পিকআপ ভ্যানে করে অন্যত্র পাচার হয়ে যাচ্ছে শ্রমিকদের পাওনা রেশন। বস্তার পর বস্তা চাল, ডাল, গম উঠছে ওই ভ্যানে। মদদ দিচ্ছেন বহু প্রশাসনের আধিকারিকরা। এমনই একটি ভ্যান সম্প্রতি আটক করেছিলেন ওই এলাকার চা-শ্রমিকেরা। তারপরও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দিনের পর দিন চলছে এমনটাই। নিরব প্রশাসন। তাই অবশেষে পথে নামতে হল শ্রমিকদের।



জেলা খাদ্য দফতরের সামনে শ্রমিকদের বিক্ষোভ।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ এবং বণ্টনের দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে অবিলম্বে অপসারণের দাবিতে সোমবার খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা। শনিবার রাতে বাগানের ভিতর খাদ্যসামগ্রী বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান আটক করেন চা-শ্রমিকরা। তাঁদের অভিযোগ, শ্রমিকদের প্রাপ্য রেশন রাতের অন্ধকারে পাচার করে বাইরে বিক্রির চেষ্টা চলছিল। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের বরাদ্দ কম দিয়ে বাইরে বিক্রি করা হচ্ছিল।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধ নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে আক্রান্ত



সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রক্তের অদল বদল, শিশুর টিকা বিভ্রাটের পর এবার মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দিয়ে খবরের শিরোনামে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আর অভিযোগ জানাতে গিয়ে ভাড়া করা গুন্ডাদের হাতে আক্রান্ত হলেন রোগীর বাবা। ঘটনাস্থল উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ। ঠিক কী ঘটেছিল? সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জের রামপুর লহন্ডা এলাকায়। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম মানিক ভৌমিক। তিনি রায়গঞ্জের পশ্চিম মিলনপাড়ার বাসিন্দা। দুষ্কৃতীদের হাত থেকে কোনওক্রমে পালিয়ে তিনি রায়গঞ্জ থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত গত ১১ নভেম্বর। মানিকবাবুর স্ত্রী তাঁর আট বছরের ছেলেকে নিয়ে রায়গঞ্জের ভাটোলে বাপের বাড়িতে ছিলেন। সেখানে শিশুটির প্রচণ্ড কাশি শুরু হলে মানিকবাবুর শাশুড়ি নাতিকে নিয়ে ভাটোল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি। কিন্তু পরে ওষুধের প্যাকেট পরীক্ষা করতেই দেখা যায়, সরকারি হাসপাতাল থেকে দেওয়া ওই ওষুধটির মেয়াদ সাত মাস আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নজরে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মানিক ভৌমিক। তিনি প্রথমে ভাটোল পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে তাঁর অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় অভিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীরা এখনও বহাল তবিয়তে কাজ করে চলেছেন। অগত্যা পিন্টু মাহাতো নামে এক ব্যক্তির পরামর্শে সোমবার তিনি মহারাজা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে লিখিত অভিযোগ জানাতে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় রামপুর লহন্ডা এলাকায় একদল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায় এবং তাঁকে মারধর করে।

স্কুল ভ্যানের বেপরোয়া গতির বলি হল তিনজন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : চা-বাগানের রাস্তা ধরে ছুটে চলা একটি স্কুলগাড়ির বেপরোয়া গতি ও নিয়ন্ত্রণ হারানোর জেরে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল নাগরাকাটায়। সোমবার এই দুর্ঘটনায় কার্যালয়ে থাকা তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং চালক-সহ বেশ কয়েকজন পড়ুয়া জখম হয়েছেন। ঘটনার জেরে আপার চেংমারী চা-বাগান চত্বরজুড়ে নেমে এসেছে গভীর শোক ও আতঙ্কের বাতাবরণ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নাগরাকাটা ব্লকের আপার চেংমারি চা-বাগান এলাকায় হঠাৎই বেসামাল হয়ে পড়ে স্কুলগাড়িটি। চালকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে গাড়িটি সটান রাস্তার ধারের একটি কার্যালয়ে সজোরে ধাক্কা মারে এবং ভিতরে ঢুকে যায়। ধাক্কার তীব্রতায় কার্যালয়ে থাকা তিনজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। গাড়িতে থাকা ছাত্রছাত্রীরাও দুর্ঘটনায় জখম হয়। তবে পড়ুয়াদের আঘাত লাগলেও আপাতত কারও জীবনহানির আশঙ্কা নেই বলেই হাসপাতাল সূত্রের খবর। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রশাসনের উদ্যোগে জখমদের উদ্ধার করে প্রথমে নাগরাকাটার সুলকাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে সেখান থেকে তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয় মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার খবর পৌঁছনোর পরই জরুরি বিভাগে তৎপরতা শুরু করে কর্তৃপক্ষ। প্রস্তুত রাখা হয় সার্জেন, অর্থোপেডিক ও ইএনটি-সহ বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং অতিরিক্ত মেডিক্যাল টিম। আহতরা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা শুরু হয়।

অঙ্গনওয়াড়ির খাবারে পোকা, প্রতিবাদ করতেই গায়ে ঢালা হল গরম খিচুড়ি!



প্রতিবেদন : ফের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারে পোকা। প্রতিবাদ করতে অভিভাবক আর শিশুদের ওপর ঢালা হল গরম খিচুড়ি! ঘটনাস্থল মালদহের হরিশচন্দ্রপুরের আমডোলঘাট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। খিচুড়ির মধ্যে পোকা কিলবিল করতে দেখে অভিভাবকরা প্রতিবাদ জানান। শিশুদের খাবারে পোকা থাকার অভিযোগ ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়, যেখানে অভিভাবকদের দাবি অনুযায়ী প্রতিবাদ ও ভিডিও রেকর্ড করার চেষ্টা করলে মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়। অভিভাবক ও শিশুর গায়ে গরম খিচুড়ি ছুঁড়ে মারা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। ক্ষুব্ধ অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সাসপেনশনের দাবি তোলেন।

অভিভাবকদের বক্তব্য, সকালে বাচ্চাদের নিয়ে খাবার সংগ্রহ করতে গিয়ে খিচুড়িতে পোকা দেখতে পেয়ে তাঁরা আপত্তি জানান এবং শিশুদের সেই খাবার খাওয়াতে অস্বীকার করেন। অভিযোগ, দৃশ্য মোবাইলে নিতে গেলে ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়, অকথ্য গালিগালাজ করা হয় এবং গরম খিচুড়ি ছোঁড়া হয়। অভিভাবক ফুলেরা বিবি বলেন, মেয়েকে নিয়ে এসেছিলাম সেন্টারের খাবার নিতে। খাবারের গুণমান অত্যন্ত নিম্নমানের থাকায় আমি প্রতিবাদ করি। ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে মারতে আসে, আমার গায়ের খিচুড়ি ছুড়ে মারে। গরম খিচুড়ি আমার মেয়ের গায়ে পড়েছে। এর আগেও ওকে কিছু বলতে গেলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করত। আরেক অভিভাবক জুবায়ের হোসেন জানান, যে খাবার রান্না করে সে খাবার মুখে দেওয়া যায় না। আজ খিচুড়িতে পোকা দেখা গেছে। আমি আমার মোবাইল বের করে সেটা রেকর্ড করতে গেলে আমাকে বাজে ভাষায় কথা বলেন ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। আমি তার প্রতিবাদ করলে আমার গায়ে গরম খিচুড়ি ফেলতে যান, আমি সরে গেলে একটি বাচ্চা মেয়ের গায়ে ওই খিচুড়িটি পড়ে। বাচ্চা মেয়েটা আহত হয়েছে। ওই কর্মীর উপযুক্ত শাস্তি চাই।

অবশেষে খাঁচাবন্দি চা-বাগানের ত্রাস

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : দীর্ঘদিন ধরে চা-বাগানের ত্রাস। কাজ বন্ধ করে বহুবারই প্রাণ বাঁচাতে ছুটে পালাতে হয়েছে শ্রমিকদের। চিতাবাঘ অবিলম্বে ধরতে বন দফতরে অভিযোগও জানিয়েছেন বানারহাটের চা-বাগান লাগোয়া বাসিন্দারা। অবশেষে ধরা পড়ল চা-বাগানের সেই ত্রাস পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। উদ্বেগের মাঝেই বড়সড় সাফল্য পেল বন দফতর। বানারহাট ব্লকের রাইয়াবাড়ি চা-বাগানের ১৫ নম্বর সেকশনে পাতা খাঁচায় ধরা পড়ল একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ। রবিবার গভীর রাতে চিতাবাঘটি খাঁচাবন্দি হওয়ার পর সোমবার ভোরে সেটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বনকর্মীরা। স্থানীয় সূত্র ও বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই রাইয়াবাড়ি চা-বাগান চত্বরে চিতাবাঘের চলাফেরা নজরে আসছিল শ্রমিক ও বাসিন্দাদের। কারও কারও মোবাইলের ক্যামেরাতেও ধরা পড়ে চিতাবাঘের উপস্থিতির



ছবি। বাগানের কাজে যাতায়াত থেকে শুরু করে সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে বেরোতেও আতঙ্কিত হয়ে পড়ছিলেন স্থানীয় মানুষ। বাগান কর্তৃপক্ষ ও এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগের কর্মীরা গত ২০ নভেম্বর ওই সেকশনে খাঁচা পাতেন। রবিবার গভীর রাতে খাঁচার কাছ থেকে চিতাবাঘের গর্জন শুনে এগিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। খাঁচার ভেতরে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘটিকে আটকে থাকতে দেখে দ্রুত খবর পাঠানো হয় বিন্নাগুড়ি বন বিভাগে। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে খাঁচা-সহ চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে বিন্নাগুড়ি রেঞ্জ অফিসে নিয়ে যান। বিন্নাগুড়ি রেঞ্জার হিমাদ্রি দেবনাথ জানান, চিতাবাঘটির শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ মেনে সেটিকে গভীর জঙ্গলে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।বনদপ্তর জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে ডুয়ার্সের একাধিক চা বাগান ও সংলগ্ন লোকালয়ে চিতাবাঘের গতিবিধি বাড়ায় নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বাগান এলাকায় দশটিরও বেশি খাঁচা বসানো হয়েছে। পাশাপাশি হাতি ও চিতাবাঘ-সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর হানা ঠেকাতে রাত-দিন টহলদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা। চিতাবাঘ ধরা পড়ায় রাইয়াবাড়ি ও আশপাশের এলাকায় আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন চা-শ্রমিক ও বাসিন্দারা।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
24 November, 2026 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in
৯
২৪ নভেম্বর ২০২৬
মঙ্গলবার

জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উপর হামলার অভিযোগে চার যুবককে গ্রেফতার করল শান্তিপুর থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে রবিবার শান্তিপুর থানার কৃষ্ণকালীতলা মোড়ে

বিচারের আগেই বাড়িতে বুলডোজার! প্রশ্নের মুখে বিজেপি প্রশাসনের ভূমিকা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে আবার বুলডোজার চলল। সোমবার দুপুরে দুর্গাপুর-ফরিদপুরের জব্বরপল্লিতে প্রশাসনের উদ্যোগে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অভিযুক্তের বাড়ি। অথচ এখনও আদালতে অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। বিচারপ্রক্রিয়াও শেষ হয়নি। তা সত্ত্বেও বিজেপি নেতার খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বলে চিহ্নিত বিজয় নন্দীর বাড়িতে চলল বুলডোজার। প্রশাসনের দাবি, বাড়িটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ অনুমতি নেওয়া হয়নি। এই ঘটনাকে ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। অপরাধের বিচার কি আদালতে হবে, নাকি প্রশাসনের বুলডোজারই হয়ে উঠবে শাস্তি দেওয়ার হাতিয়ার? গত ১০ তারিখ রাতে দুর্গাপুর-ফরিদপুরের জব্বরপল্লিতে খুন হন বিজেপির ওবিসি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক শ্যামকুমার দাস।



অভিযোগ, তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়। গ্রেফতার হন বিজয় নন্দী, অজয় নন্দী এবং প্রসূন পাণ্ডে। পুলিশ বিজয়কে মূল অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু অভিযোগ আর অপরাধ প্রমাণ এক নয়। আদালতে বিচার শেষ হওয়ার আগেই অভিযুক্তের বাড়ি ভেঙে দেওয়ার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই আইনের শাসন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। খুনের ঘটনার পরেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তাঁর বক্তব্য ছিল, খুনের সঙ্গে জড়িতদের ১৫ দিনের মধ্যে সমূলে বিনাশ করা হবে। সেই হুঁশিয়ারির এক সপ্তাহের মধ্যেই মূল অভিযুক্তের বাড়িতে বুলডোজার চলায় তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। প্রশাসনের বক্তব্য, বাড়ি নির্মাণের বৈধ অনুমতি ছিল না। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে আগেই নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সন্তোষজনক জবাব না মেলায় সোমবার দুর্গাপুর-ফরিদপুরের বিডিওর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়। বিডিও দেবদীপ বৈরাগীর দাবি, বাড়িটি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং মালিক কোনও নথি দেখাতে পারেননি। প্রশ্ন হল, বাড়ির নির্মাণ সংক্রান্ত অনিয়ম থাকলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া কি অপরাধের অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো উচিত? অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সত্যিই খুনের সঙ্গে জড়িত হন, কঠোরতম শাস্তি দেবে আদালত। আর যদি বাড়ি অবৈধ হয়, সেই সংক্রান্ত আইনি প্রক্রিয়াও স্বচ্ছভাবে চলা উচিত। বিজেপি বিধায়কের প্রকাশ্য হুঁশিয়ারির পরেপরেই প্রশাসনের বুলডোজার তৎপরতা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

বাঁকুড়ায় তৃণমূল নেতার উপর হামলা বিজেপির, নিগ্রহ স্ত্রীকেও

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : তৃণমূল নেতা-কর্মীদের নানাভাবে ভয় দেখিয়ে বিজেপির বশংবদ করতে চাইছে কিছু নেতা। তাতেই বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের পখন্নায় আক্রান্ত হলেন মমতা তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার আহ্বায়ক সুখেন বিদ। সোমবার দুপুরে পখন্না গ্রামে পারিবারিক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। আচমকাই তৃমূলের ওই নেতার গাড়ি আটকে প্রথমে তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করে কয়েকজন যুবক। পরে গাড়ি থেকে বের করে সুখেনকে বেধড়ক মারধর করা হয়। বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন ওঁর স্ত্রী তথা বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অর্চিতা বিদও। গোটা ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে।

তৃণমূল আমলে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন সুখেন বিদ। ২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত তিনি বাঁকুড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পদে ছিলেন। ২০২৩০এর নির্বাচনে স্ত্রী অর্চিতা বিদ জয়লাভ করে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হন। রাজ্যে পালাবদলের পর মমতা তৃণমূলের বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার আহ্বায়ক পদে বসানো হয় সুখেনকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে বড়জোড়া থেকে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পখন্না গ্রামে যান সুখেন। পখন্না মোড়ের কাছে দুই যুবক প্রথমে তাঁর গাড়ি দাঁড় করায়। প্রায় মিনিট দশেক দাঁড় করিয়ে রাখার পর আরও কয়েকজন যুবক লাঠি ও রড নিয়ে হাজির হয় ঘটনাস্থলে। এরপরই শুরু করে গাড়ি ভাঙচুর। গাড়ি থেকে সুখেনকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। স্ত্রী বাধা দিতে গেলে তাঁকেও হেনস্থা করা হয়। পরে কোনওক্রমে ছুটে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন সুখেন। সুখেনের দাবি, নজিরবিহীনভাবে তাঁর উপর আক্রমণ চালিয়েছে বিজেপি।

১২৫ দিনের কাজে মজুরি-বৈষম্য শ্রমিকদের ক্ষোভে উত্তাল উখরা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : কাজের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরি মিলছে না। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে মাটিকেটে কোনও শ্রমিকের ভাগ্যে জোটে মাত্র ৫০ টাকা, আর নামমাত্র কাজ করেও কেউ পাচ্ছে ২০০ টাকা। ১২৫ দিনের কাজে মজুরির বৈষম্য নিয়েই



মিলছে না বেতন। ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন শ্রমিকরা। দুর্গাপুরে।

উত্তাল হয়ে উঠল দুর্গাপুরের উখরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। সোমবার পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ার তাপস সাহাকে ঘিরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। অভিযোগ, একই প্রকল্পে কাজ করেও শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য করা হচ্ছে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মাটিকাটা, মাটি সরানো-সহ একাধিক পরিশ্রমসাধ্য কাজ করছেন তাঁরা। অথচ তার যথাযথ মূল্য পাচ্ছেন না। বিপরীতে শুধুমাত্র আগাছা পরিষ্কারের মতো সহজ কাজ করেও কেউ কেউ পাচ্ছেন বেশি মজুরি। একই প্রকল্পের অধীনে কাজ করা শ্রমিকদের মধ্যে এমন পার্থক্য কেন, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, কাজের পরিমাণ ও পরিশ্রমের ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণের কথা থাকলেও বাস্তবে সেই হিসাব কতটা স্বচ্ছভাবে করা হচ্ছে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কোথায় কতটা কাজ হয়েছে, কীভাবে শ্রমিকদের কাজের পরিমাপ করা হয়েছে এবং কোন ভিত্তিতে তাঁদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রকাশের দাবি তুলেছেন তাঁরা। শ্রমিকদের দাবি, এভাবে নামমাত্র মজুরি দেওয়া হলে সংসার চালানোই কঠিন হয়ে পড়বে। বিক্ষোভের মুখে পড়ে পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ার তাপস সাহার দাবি, কাজের পরিমাপ অনুযায়ী শ্রমিকদের হাজিরা নির্ধারণ করা হয়েছে। যতটুকু কাজ হয়েছে, সেই হিসাবেই হাজিরা দেওয়া হয়েছে। বেশি কাজ না হওয়ায় মজুরির ক্ষেত্রে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারের এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ শ্রমিকরা। তাঁদের প্রশ্ন, যদি কাজের পরিমাপই মজুরি নির্ধারণের একমাত্র ভিত্তি হয়, তাহলে সেই পরিমাপের বিস্তারিত হিসাব শ্রমিকদের সামনে প্রকাশ করা হচ্ছে না কেন?

বালিঘাটের ইজারা নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন

প্রতিবেদন : অবৈধভাবে বালি তোলা নিয়ে বহু অভিযোগ। ক্ষমতায় আসার পর নব্য বিজেপি নেতারা নেমে পড়েছেন এই ব্যবসায়। স্থানীয় লোকজনের কাছে ডিএম বালিঘাট কথা খুব পরিচিত। পূর্ব বর্ধমান জেলার দামোদর, অজয়-সহ বিভিন্ন নদীতে স্থানীয়ভাবে জেলাশাসকের সঙ্গে সেটিং করে বালিঘাটের টেন্ডার পাওয়া যাচ্ছে বলে অভিযোগ। একেই স্থানীয়ভাবে বালির কারবারিরা 'ডিএম ঘাট' বলে চিহ্নিত করত। নিয়ম হল ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনস ডেভলভমেন্ট এন্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটিড বালিঘাটগুলির জন্য টেন্ডার ডাকবে। সমস্ত প্রক্রিয়া এখানে হওয়ার পরে স্টেট লেভেল এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি দেবে চূড়ান্ত ছাড়পত্র। তারপরেই কোন বালিঘাট থেকে বালি তোলার কাজ শুরু করতে পারেন ইজারাদার। কিন্তু এই সব নিয়মের তোয়াক্কা না করেই সম্প্রতি নদী থেকে বালি তোলার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। সূত্রের খবর ২১ নভেম্বর, জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে অতিরিক্ত জেলাশাসকের নির্দেশে জেলার সমস্ত বালি ঘাটের ইজারাদারদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে অতিরিক্ত জেলাশাসক বালি খাদানের ইজারাদারদের কী করবেন, কী করবেন না সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। সেই সময়েই বেশ কিছু বালির ইজারাদার সরাসরি প্রশ্ন করেন, নতুন করে ডিএম ঘাট দেওয়া হচ্ছে কেন? এভাবে ঘাট দিলে এত টাকা সরকারের কাছে টেন্ডার দিয়ে ঘাটের লিজ নিলে তাঁরা ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন।

স্বাভাবিক প্রসবের পক্ষে প্রচারে নার্সিং পড়ুয়ারা



প্রতিবেদন : বেসরকারি নার্সিংহোমে প্রসূতি ভর্তি হলেই আর্থিক লাভের কারণে তাদের গণহারে সিজার করা হয়। কিন্তু সিজার করলে প্রসূতির শারীরিক সমস্যা হয়, প্রসবের ধকল অনেকদিন সইতে হয়। সেক্ষেত্রে নর্মাল ডেলিভারি প্রসূতির পক্ষে অনেক ভাল। এছাড়া অনেক প্রসূতি শুধুমাত্র প্রসবযন্ত্রণা এড়ানোর জন্য সিজার করার জন্য ডাক্তারদের ধরেন। এই বিষয়ে সচেতনা গড়ে তুলতে পথে নামলেন নার্সিং পড়ুয়ারা। চিকিৎসাগত প্রয়োজন না থাকলে সিজ়ার না করানোই ভাল— এই সচেতনতা বার্তা নিয়ে পথে নামল তমলুকের মাতঙ্গিনী গভর্নমেন্ট কলেজ অফ নার্সিং। সকালে সোসাইটি অফ মিডওয়াইভস ইন্ডিয়ার উদ্যোগে তমলুকে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়।

হাসপাতাল মোড় থেকে তমলুক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পর্যন্ত ওই পদযাত্রায় অংশ নেন নার্সিং কলেজের পড়ুয়া ও কর্তৃপক্ষ। ছিলেন জেলা পাবলিক হেলথ নার্সিং অফিসার সীমা মাইতি এবং কলেজের অধ্যক্ষ সেবারতা দাস প্রমুখ। হাসপাতাল চত্বরে রোগীদের পরিজনদের মধ্যেও স্বাভাবিক প্রসবের গুরুত্ব নিয়ে প্রচার চালানো হয়। বিলি করা হয় প্রচারপত্রও। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরে প্রায় ৫০ শতাংশ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে প্রসব হচ্ছে। এই প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বাভাবিক প্রসব বা ন্যাচারাল বার্থ-এ উৎসাহ দিতে সচেতনতা কর্মসূচি করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক প্রসবের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার পাশাপাশি গর্ভাবস্থার শুরু থেকেই অন্তঃসত্ত্বাদের সচেতন করার উপরে জোর দিচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। নার্সিং কলেজের অধ্যক্ষ সেবারতা দাস বলেন, সিজ়ার প্রবণতা বাড়ার ফলে মা ও শিশু, দু'জনেরই নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। স্বাভাবিক প্রসব হলে মা দ্রুত সুস্থ হয়ে দৈনন্দিন কাজে ফিরতে পারেন। জন্মের পরপরই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোও সহজ হয়। অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে সংক্রমণ সহ নানা জটিলতার আশঙ্কা থাকে। তাই যেখানে সিজ়ারের প্রয়োজন নেই, সেখানে স্বাভাবিক প্রসবকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিভাস রায়ের কথায়, অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসাগত প্রয়োজন ছাড়াই নির্দিষ্ট দিন বা শুভক্ষণে সন্তান জন্ম দেওয়ার ইচ্ছা থেকে অস্ত্রোপচারের দাবি করছেন পরিবারের লোকজন। আবার প্রসবযন্ত্রণা এড়ানোর প্রবণতাও রয়েছে।

আমার বাংলা
24 November, 2026 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা



তোলাবাজি থেকে প্রতারণা! প্রলয়ের পর মুখ খুললেন আরও ২ বিজেপি বিধায়ক

প্রতিবেদন : পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক জেলা সাংগঠনিক সহ-সভাপতি তথা নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা প্রলয় পালের ফেসবুক পোস্ট ঘিরে ইতিমধ্যেই বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এবার ফের দুই জেলার বিজেপি বিধায়কের পোস্ট ঘিরে তুমুল চর্চা রাজনৈতিক মহলে। রবিবার ফেসবুকে পশ্চিম মেদিনীপুরের বিজেপি বিধায়ক শঙ্করকুমার গুছাইত একটি পোস্ট করেন। তাতে লেখা ছিল দয়া করে কেউ নিজেকে মেদিনীপুরের বিধায়ক প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দেবেন না। একইভাবে ঝাড়গ্রামের বিধায়কের ফেসবুক পোস্টে লেখা ছিল ঝাড়গ্রাম বিধানসভা ও পুরসভায় নিজস্ব কোনও প্রতিনিধি নেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় দুই বিধায়কের এমন পোস্ট ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি বিধায়কের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে কেউ সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছেন? এমন পরিচয় ব্যবহার করে তোলাবাজি বা অন্য কোনও অসাধু কাজের অভিযোগ কি সামনে এসেছে? এটা ঘটনা, বেশ কিছুদিন ধরেই মেদিনীপুর শহরের বিভিন্ন মহলে বিধায়কের ঘনিষ্ঠ বা প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে মানুষের উপর প্রভাব খাটানো এবং টাকা আদায়ের কথা সামনে আসছে।

এর আগে যেমন প্রলয় পাল লিখেছিলেন, প্রতিবাদ করতে ভয় পাও? আমি তো পাই না। কারণ খুব বেশি ক্ষতি হলে মৃত্যু হবে, যাকে আমি ভয় পাই না। এই পোস্টের কিছুদিন আগে তিনি বিজেপির অন্দরে এসআইআর চেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছিলেন। যার ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন তিনি। সেই পোস্টে সরকারের ছয় মাসের মাথায় দলেরই মন্ত্রী, বিধায়ক ও রাজ্য সভাপতির সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে সরব হয়েছিলেন তিনি। নিজের ওই পোস্ট নিয়ে প্রলয় পাল বলেছিলেন, স্পষ্ট কথা বললে অনেকের সঙ্গে শত্রুতা বাড়ে। আমি কাউকে ভয় পাই না, সত্যি কথা বলতে। তবে সত্যি কথা বললে অনেকের কাছেই খারাপ হই। এবার আরও দুই বিজেপি বিধায়ক বিতর্কিত পোস্ট করলেন।

পুলিশের পোশাকে ডাকাতি বহরমপুরে



খাগড়াঘাটের দম্পতির বাড়িতে ভয়াবহ চুরি।

প্রতিবেদন : পুলিশের পোশাকে ডাকাতি। বাড়িতে ঢুকে কেড়ে নেওয়া হল মোবাইল। হাতিয়ে নেওয়া হল সাত লক্ষ টাকা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের খাগড়াঘাট রেলস্টেশন লাগোয়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গেছে, গৃহকর্তা ওই এলাকারই বাসিন্দা রবিউল শেখ। তিনি মুদি ব্যবসায়ী। তাঁর কথায়, রবিবার রাতে তাঁর বাড়ির সামনে একটি চারচাকা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। এরপর ওই গাড়ি থেকে পুলিশের পোশাক পরা এবং সিভিল ড্রেসে থাকা ৬-৭ জন নামে। তারা বাড়িতে ঢোকে। অভিযোগ, বাড়িতে ঢোকার পর মেনগেট তালা বন্ধ করে দেয়। মোবাইল কেড়ে ভেঙে দেওয়া হয়। এবং বাড়িতে লুটপাট চালায়। গৃহকর্তার কথায়, বাড়ি থেকে প্রায় নগদ ৭ লক্ষ টাকা চুরি করে। এছাড়া ৫০ গ্রামেরও বেশি সোনা লুট করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় বহরমপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন গৃহকর্তা রবিউল শেখ। অভিযোগ দায়ের করার পরই পুলিশ ওই মুদি ব্যবসায়ীর বাড়িতে পৌঁছয়। প্রাথমিক তদন্তে, ব্যবসায়ী রবিউল শেখের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে বেশ কয়েকটি ভাঙা মোবাইল পাওয়া গিয়েছে। কে বা কারা এই কাজ করল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে তদন্তকারীদের অনুমান, এই ঘটনার নেপথ্যে ব্যবসায়ীর পরিচিত কেউ থাকতে পারে। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

৫ দিন ধরে নিখোঁজ ঝাড়গ্রামের প্রৌঢ়

প্রতিবেদন : পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ ঝাড়গ্রামের প্রৌঢ়। জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রামের বাসিন্দা বছর পঁয়ষট্টির গুরুপ্রসাদ সিং। পাঁচ দিন ধরে আত্মীয় পরিজনদের বাড়িতে খোঁজখবর করেও কোনও হদিশ মেলেনি। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অপহরণের মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে নয়াগ্রাম থানা। জানা গিয়েছে, গত ১৫ নভেম্বর নয়াগ্রামের বড়খাঁকড়ি অঞ্চল থেকে গ্রামবাসীদের সঙ্গে জনসভায় গিয়েছিলেন গুরুপ্রসাদ। সভার শেষে গ্রামের অন্যরা বাড়ি ফিরলেও গুরুপ্রসাদ ফিরে আসেননি। পরিবারের লোকজন সন্ধান চালিয়েও খোঁজ না পেয়ে পরের দিন ১৬ নভেম্বর নয়াগ্রাম থানায় অভিযোগ জানান। পুলিশ অপহরণের মামলা রুজু করে গুরুপ্রসাদে সন্ধান চালাচ্ছে। গুরুপ্রসাদের ছেলে তুফান সিং বলেছেন, পাঁচ দিন ধরে বাবা নিখোঁজ।

ঝাড়গ্রামে লাল ব্যাগ রহস্য



প্রতিবেদন : সোমবার সাতসকালে ঝাড়গ্রামে বোমাতঙ্ক! রাস্তায় পড়ে থাকা একটি লাল ব্যাগ ঘিরে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। রবিবার রাত থেকেই ব্যাগটিকে সেখানে পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁরা জানিয়েছেন, আচমকা এই ব্যাগ এখানে পড়ে থাকতে দেখায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয় এলাকাজুড়ে। এরপর খবর দেওয়া হয় ঝাড়গ্রাম থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। দেখা যায়, রাস্তার একপাশে লাল রঙের একটি ব্যাগে চেন দিয়ে ছোট তালা ঝুলছে। স্থানীয়দের সেখান থেকে সরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। গার্ডরেল দিয়ে ওই এলাকা ঘিরে দেওয়া হয়। এরপরই পুলিশ মারফত খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বম্ব স্কোয়াডের টিম। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন পুলিশকর্মীরা। এরপর প্রশাসনিক নিরাপত্তা মেনেই ব্যাগটি পরীক্ষা করা হয়। পুলিশ জানায়, ওই ব্যাগে কিছু জামাকাপড়, টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, বডি স্প্রে, একটি মদের বোতল উদ্ধার হয়েছে। কোনও সন্দেহজনক বা ক্ষতিকারক বস্তু উদ্ধার হয়নি বলেই জানা যায়। তবে বোমাতঙ্কের জেরে সোমবার সকাল থেকেই ওই এলাকা কার্যত শুনশান ছিল। একাধিক দোকানের ঝাঁপ ওঠেনি। জানা গিয়েছে, ওই ব্যাগটি বেলিয়াভেরা থানার অন্তর্গত কুলীনগ্রামের বাসিন্দা তরুণকুমার মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির। অনুমান, টোটোয় যাওয়ার সময় আচমকা ওই এলাকায় পড়ে গিয়েছে ব্যাগটি।

বধূর রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : বিয়ের এক বছরের মধ্যেই মর্মান্তিক পরিণতি! টাকার দাবিতে স্ত্রীকে খুন। তারপর মরদেহ হাসপাতালে রেখেই পালিয়ে যায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এমনই অভিযোগ পরিবারের। বিয়ের সময় কোনও দাবি ছিল না, কিন্তু বিয়ের পর থেকেই টাকা নিয়ে শুরু হয়েছিল অশান্তি! আর সেই টাকার দাবিকে কেন্দ্র করেই গৃহবধূকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম সাফিয়া খাতুন। স্বামী গাফফার মালিথা। সাফিয়ার বাপের বাড়ি গড়াইমারিতে, মাত্র এক বছর আগে যুগিন্দা মালিথাপাড়ায় বিয়ে হয়েছিল। মৃত গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ, টাকা-সহ বিভিন্ন কারণে সাফিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করা হত বিয়ের পর থেকেই। টাকা না দেওয়ায় চলত শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। আর এবার সেই গৃহবধূরই মৃত্যুকে ঘিরে উঠেছে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। অভিযোগ, সাফিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর দেহ হাসপাতালে রেখে শ্বশুরবাড়ির লোকজন সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে বাপের বাড়ির লোকজনকে খবর দেওয়া হয়।

রাস্তা ও পানীয় জলের দাবিতে উত্তাল ক্ষীরপাই, নীরব প্রশাসন



সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : রাস্তা সংস্কার ও পানীয় জলের স্থায়ী সমস্যার সমাধানের দাবিতে সরব হলেন ক্ষীরপাই পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। সোমবার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের হাটতলা এলাকায় একাধিক দাবিতে পথ অবরোধে শামিল হন এলাকার মহিলারা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় রাস্তার বেহাল অবস্থা এবং পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন বাসিন্দারা। বারবার সমস্যার কথা জানিয়েও সুরাহা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের পথ বেছে নেন তাঁরা। এলাকার মহিলাদের এই পথ অবরোধকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত রাস্তা সংস্কার এবং পানীয় জলের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে পুর কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। এখন দেখার, বাসিন্দাদের এই আন্দোলনের পর সমস্যার সমাধানে কত দ্রুত উদ্যোগী হয় প্রশাসন।

ধস! ভাঙনের মুখে একাধিক দোকান

প্রতিবেদন : নিম্নচাপের টানা বৃষ্টিতে দূর্বাচাটি খালের পাড়ে প্রায় ২০০ ফুট অংশে ধস। বিপদের মুখে যশোড়া কালী বাজারের একাধিক দোকান। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার খুকুড়দহ হচ্ছে লক্ষ্মীবাজারের একপাড়ে। অন্যপাড়ে পাঁশকুড়া থানার যশোড়া কালী বাজার। দুই জেলার সংযোগস্থলে এই ভাঙনের জেরে গুরুত্বপূর্ণ বাইপাস রাস্তায় যান চলাচলও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সতর্কতা হিসেবে বাজার কমিটির পক্ষ থেকে রাস্তার সামনে বাঁশ পুঁতে ভারী যান চলাচল বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, নির্মাণকাজে নিম্নমানের সামগ্রী ও ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে এই পরিস্থিতি। দূর্বাচাটি খালের কজওয়েতেও ফাটল দেখা দিয়েছে। দ্রুত ভাঙন মেরামত না হলে একাধিক দোকান ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা।

ফের অমানবিক প্রশাসন, বাঁকুড়াতেও হল হকার উচ্ছেদ

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় আসার পরেই রাজ্যে জুড়ে হকার উচ্ছেদ শুরু করেছে বিজেপি। বিভিন্ন ফুটপাথ, রেল স্টেশন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ছোট, বড় ব্যবসায়ীদের। গরিবদের পেটে লাথ মারা হচ্ছে। সরিয়ে দিলেও বিকল্প জায়গা দিতে পারছে না সরকার। এবার সেই একই ছবি বাঁকুড়া শহরেও। জানা গিয়েছে, পুরসভার পক্ষ থেকে বাঁকুড়ার মাচানতলা এলাকায় তৈরি করা হচ্ছে নতুন টিনের শেডযুক্ত বাজার। পুরোনো বাজার থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে বাজার। যদিও নতুন ওই বাজারে কতজন ব্যবসায়ী যাবেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে সংশয়। কারণ ব্যবসায়ীরা এই সিদ্ধান্তে বিরক্ত।

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বাঁকুড়ার মাচানতলা এলাকার হকার ও ব্যবসায়ীরা মূল রাস্তার ধারে ব্যবসা করে আসছেন। যা জানা গিয়েছে, নতুন সরকারের আমলে পুরসভার তরফ থেকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি করা হয়েছে নতুন বাজার। কিন্তু ব্যবসায়ী ও হকারদের একটি বড় অংশই সেখানে যেতে নারাজ। ব্যবসায়ীদের কথায়, মূল বাজার থেকে দূরে ওই টিনের শেডের বাজার করলে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ী সকলেই



সমস্যার সম্মুখীন হবেন। বেশিরভাগ ব্যবসায়ীই বলছেন, মূল রাস্তা থেকে বাজার সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে কাঁচামাল নষ্ট হয়ে আর্থিক ক্ষতি হবে। এমনকী, বর্তমান বিধায়ক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা ছাড়াই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন হকাররা। মমতাপন্থী তৃণমূল নেতা সুব্রত দরিপার কথায়, গড়িয়াহাট, নিউ মার্কেট চত্বরের হকারদের এখনও উচ্ছেদ করা হয়নি। এখানেই যত তৎপরতা। মাচানতলার নতুন বাজার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই শেড কি পরিকল্পনা করে তৈরি কড়া হচ্ছে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। হকার ও ব্যবসায়ীদের এই চত্বরে নিয়ে আসা হলেও তা কার্যকর হবে না বলেও দাবি করেছেন তিনি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সংবাদ

সোমবার ইউটিউবার ধ্রুব রাঠির বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করল দিল্লির একটি আদালত। ২০১৮ সালে প্রকাশিত একটি ভিডিওকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া মামলায় এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

দিল্লি দরবার

24 November, 2026 • Tuesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

নবীনের বিদেশ সফর নিয়ে বিতর্ক

নজর ঘোরাতে চক্রান্ত করছে বিজেপি?



ভুবনেশ্বর: বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, নাকি সামনের পঞ্চায়েত এবং পুরসভা নির্বাচনের আগে নবীন পট্টনায়কের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত? এতদিন পরে নবীন পট্টনায়কের বিদেশ সফর ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক ওড়িশায়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশযাত্রার নথিপত্রে একাধিক অসঙ্গতির অভিযোগ সামনে আসতেই তদন্তের নির্দেশ দিল রাজ্যের বিজেপি সরকার। বিষয়টি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওড়িশার জনপ্রশাসন বিভাগের প্রিন্সিপাল সচিব এসকে বশিষ্ঠকে। ফলে প্রায় দু'বছর আগে ক্ষমতা হারানো বিজেডি প্রধানকে ঘিরে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। প্রশ্ন উঠেছে, নবীনের বিরুদ্ধে কি সুসংগঠিত অভিযোগ সাজিয়েছে বিজেপি? নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা লোটার মতলবে? নাকি ওড়িশায় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের একের পর এক অভিযোগ এবং সাধারণ মানুষের বিরক্তি চাপা দিতেই নজর অন্যদিকে ঘোরাতে চাইছে মোদি-শাহর দল?

২৪ বছর ধরে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন নবীন। সেই দীর্ঘ সময়ে তাঁর বিদেশ সফরের সংখ্যা মাত্র তিন। কিন্তু শেষ দু'টি সফর নিয়েই এবার প্রশ্ন উঠেছে। ২০২২ সালের জুনে ১১ দিনের জন্য ইটালি ও দুবাই গিয়েছিলেন তিনি। পরের বছর, অর্থাৎ ২০২৩ সালের এপ্রিলে বিদেশি বিনিয়োগ টানার উদ্দেশ্যে জাপান ও সিঙ্গাপুর সফর করেন নবীন। দুই সফরেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন ব্যক্তিগত সচিব ভিকে পান্ডিয়ান এবং দিল্লিতে ওড়িশার তৎকালীন রেসিডেন্ট কমিশনার রবি কান্ত। পরবর্তী সময়ে পান্ডিয়ান বিজেডিতে যোগ দেন। বর্তমানে রবি কান্ত বিএসএফের আইজি পদে কর্মরত। কিন্তু ঠিক কী কারণে এই সফরগুলি নিয়ে তদন্তের প্রয়োজন পড়ল? সরকারি সূত্রের খবর, তথ্যের অধিকার আইনে নবীনের বিদেশ সফর সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানতে চেয়েছিলেন কয়েকজন সমাজকর্মী। সেই তথ্য সামনে আসার পরই নথির স্বচ্ছতা ও পূর্ণতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অভিযোগ, বিদেশ সফরের খরচ, আয়োজন এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের মধ্যে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে। আরটিআইয়ের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই বিষয়টি খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তদন্তের আওতায় আসতে পারেন নবীন ছাড়াও পান্ডিয়ান ও রবি কান্ত।

তবে এই তদন্তকে নিছক প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে না রাজনৈতিক মহলের একাংশ। কারণ, ওড়িশায় পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচন সামনে। দীর্ঘদিন ধরে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা হিসেবে পরিচিত নবীনের বিরুদ্ধে বিদেশ সফর নিয়ে প্রশ্ন ওঠা বিজেডির কাছে রাজনৈতিক ভাবে অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

শীতকালীন অধিবেশন কি ঐচ্ছিক?



নয়াদিল্লি: সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে কবে? কোনও উচ্চবাচ্চ্য নেই কেন মোদি সরকারের? জানতে চায় বিরোধীরা। এই নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে সমাজমাধ্যমে মোদি সরকারকে এক হাত নিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। সমাজমাধ্যমে তাঁর শ্লেষাত্মক মন্তব্য, চপল-কৃপণ-লঘুচেতা বিজেপি শীতকালীন অধিবেশনকে এখন একটা ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করেছে। ডেরেক মনে করিয়ে দেন, বছরে অন্তত ১০০ দিন সংসদের অধিবেশন বসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনিই। একটি সংসদীয় ক্যালেন্ডারও চালু হয়েছিল এই লক্ষ্যে। প্রায় দু'বছর আগে আনা হয়েছিল একটি বেসরকারি বিলও।

দায়রা বিচারককে ভর্ৎসনা শীর্ষ আদালতের

আইন না জেনে বাহুবলীর মতো আচরণ করবেন না

নয়াদিল্লি: বিহারের দায়রা আদালতের বিচারককে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। ওই বিচারকের ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। ওই বিচারককে শীর্ষ আদালত স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, আইন না জেনে বাহুবলীর মতো আচরণ করবেন না। আইন জেনে কাজ করার উপদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

বিতর্কের শুরু একটি এফআইআরকে কেন্দ্র করে। 'লাইভ ল' প্রতিবেদন বলছে, বিহারের রোহতাস জেলা দায়রা আদালতের বিচারক অনিল কুমার প্রশ্ন তুলেছিলেন আইএএস, আইপিএস অফিসারদের উদাসীন আচরণ নিয়ে। রোহতাসের পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে উঠেছিল আদালত অবমাননার অভিযোগও। সেই মামলার শুনানিতেই পুলিশ সুপারের ভূমিকায় চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন দায়রা বিচারক। শুধু তীব্র সমালোচনাই নয়, আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করার জন্য ওই অফিসারকে ভারতীয়



ন্যায় সংহিতার ৩৮৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। শুধু তাই নয়, আরোপ করেন জরিমানাও। বিচারকের পর্যবেক্ষণ ছিল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে অবশ্যই খাপ খাইয়ে নিতে হবে আইএএস, আইপিএস অফিসারদের এবং তার জন্য ঢেলে সাজাতে হবে তাঁদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে।

বিষয়টি গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। দায়রা আদালতের কর্মপদ্ধতি খতিয়ে দেখে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ। বিচারপতি বাগচী বলেন, আইন সম্পর্কে আপনার ধারণা সত্যিই হতাশাজনক। আপনি আগ্রাসী পন্থায় কাজ করছেন। একই দিনে একজন পুলিশ সুপারকে তলব করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

বিচারকের কাছে শীর্ষ আদালতের প্রশ্ন তাঁর এক্তিয়ার নিয়ে। জানতে চায়, জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারকে আদালতে তলব করেছিলেন। তাঁদের হাজিরা দিতে না পারাকে আদালত অবমাননা বা আদালতের কাছে সংগঠিত অপরাধ হিসেবে গণ্য করলেন। কিন্তু তারই ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে পদস্থ কর্তাদের দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা কি আপনার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে?

কয়লাখনির জন্য জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা

দুমকায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষ পুলিশের, জখম ১০

দুমকা: কয়লাখনির জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে তুমুল সংঘর্ষ গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশের। গুরুতর জখম হয়েছেন অন্তত ১০ জন পুলিশকর্মী। সকলকেই ভর্তি করতে হয় হাসপাতালে। অপহরণ করা হয় প্রস্তাবিত কয়লাখনি প্রকল্পের বেশ কয়েকজন আধিকারিককে। ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের



দুমকা জেলার শিকারিপাড়া ব্লকের বাদলপাড়া-কল্যাণপুর এলাকায়। পুলিশকে লক্ষ্য করে রীতিমতো ইঁট এবং পাথরবৃষ্টি করে বিক্ষোভকারীরা। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালায় পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার কার্যত অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে গ্রামের পর গ্রাম।

ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা? শিকারিপাড়া এলাকায় প্রস্তাবিত একটি নতুন কয়লাখনি প্রকল্পকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনার সূত্রপাত। এই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করেই গ্রামসভা বসেছিল দুপুরে। কয়লাখনির প্রস্তাবটি হরিয়ানা পাওয়ার জেনারেশন কর্পোরেশন লিমিটেডের। জমি অধিগ্রহণ এবং বোরিং সংক্রান্ত কাজের জন্যই বৈঠকে ডাকা হয়েছিল গ্রামবাসীদের। কিন্তু সেই গ্রামসভার বৈঠকের মধ্যেই কয়লাখনির জন্য জমি অধিগ্রহণের তীব্র বিরোধীতা করে গ্রামবাসীদের একটা বড় অংশ। বিক্ষোভ শুরু হয় সভার ভেতরে-বাইরে। একদল গ্রামবাসী আটকে রাখেন এইচপিজিসিএলের কয়েকজন আধিকারিককে। পুলিশ খবর পায় অনেক পরে। সন্ধ্যায় আটক আধিকারিকদের উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। সেইসময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছুঁড়তে শুরু করেন গ্রামের মানুষ। অনেককে লাঠিসোঁটা নিয়েও তেড়ে যেতে দেখা যায় পুলিশের দিকে। কিন্তু গ্রামবাসীদের আক্রমণে বারবার পিছু হটতে হয় পুলিশকে। শেষপর্যন্ত লাঠি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করা হয় বিক্ষোভকারীদের। উদ্ধার করা হয় প্রজেক্ট-অফিসারদের। রাতে গ্রামে শুরু হয় পুলিশি অভিযান। সোমবারও ব্যাপক উত্তেজনা ছিল ঘটনাস্থলে এবং আসপাশের গ্রামগুলিতে।

পানীয় জলের নমুনায় ক্যানসারের বিপদ



নয়াদিল্লি: অত্যন্ত পরিচিত ব্র্যান্ডের পানীয় জলের বিশুদ্ধতাও এখন বড়সড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে। বিসলেরির পানীয় জলের নমুনায় পাওয়া এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার এবং ইউএসইপিএ-সহ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিভিন্ন সংস্থা ব্রোমেটকে এমন একটি উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছে যা শরীরে ক্যানসারের মতো দূরারোগ্য রোগের কারণ হতে পারে। এই কারণেই বিসেলারি ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেই অনুমতি দিয়েছে ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা এবং মান নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এফএসএসএআই। তবে একবার নয়, দু'বার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা। কিন্তু তারা স্পষ্টভাবে মোটেই জানায়নি যে বিসলেরির ঠিক কোন ধরনের প্যাকেটজাতীয় পানীয় জল ল্যাব টেস্টে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত হয়েছে। সমাজমাধ্যমে খাদ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, ফুড সেফটি অ্যান্ড লঙ্ঘনের দায়ে বিসলেরি ইন্টারন্যাশনালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

দেশ বিদেশ

24 November, 2026 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

দীর্ঘদিন জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে ফের উদ্বেগ। নিয়ন্ত্রণে নেই রক্তচাপ। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র, কিডনি ও চোখের ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইমরানের চিকিৎসক

ডিলিমিটেশন বিলে সমর্থনের বিনিময়ে সাংসদদের ১৫০ কোটি টাকার প্রস্তাব?

বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ সঞ্জয় রাউতের

নয়াদিল্লি: মরিয়া হয়ে সংসদে বিল পাসের সংখ্যা জোগাড় করতে বিপুল টাকার থলে নিয়ে নেমে পড়েছে কেন্দ্রের শাসক দল। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে গরু-ছাগলের মত আইনসভার সদস্যদের টাকা দিয়ে কেনার 'অফার' দেওয়া হচ্ছে। বিতর্কিত ডিলিমিটেশন বিল পাস করতে মোদি সরকার এতটাই মরিয়া যে বিল পাসে সমর্থনের বিনিময়ে সাংসদদের ১৫০ কোটি টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব দিচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে) নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত। তাঁর দাবি, আইনটি পাশ করানোর জন্য প্রয়োজনীয় ৪০ থেকে ৫০ জন সাংসদের সমর্থন বর্তমানে না থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার সংসদের অধিবেশন পিছিয়ে দিচ্ছে এবং বিভিন্ন দলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সাংসদ কেনার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাউত অভিযোগ করেন, বিজেপির এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছেন মহারাষ্ট্রের এক মন্ত্রী এবং তিনিই এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জোগান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাউতের আরও দাবি, যেসব সাংসদ দল ভেঙে ডিলিমিটেশন বিলকে সমর্থন জানাবেন এবং এর বিনিময়ে ১৫০ কোটি টাকা করে নেবেন, তাঁদের সাংসদ পদও খারিজ হবে না। শিবসেনা (ইউবিটি) নেতার মতে, বিজেপির কাছে দেশ, সংবিধান বা সংসদের কোনো গুরুত্ব নেই, আর সেই কারণেই তারা সংসদের অধিবেশন বিলম্বিত করছে।

প্রসঙ্গত, সংসদের এবারের বাদল অধিবেশন ইতিহাসের দীর্ঘতম 'সাইনা ডাই' (অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি) অবস্থার রেকর্ড গড়েছে। ১০০ দিন পেরিয়ে গেলেও অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত বা 'প্রোরোগ' করা হয়নি। এই পদক্ষেপের ফলে জল্পনা তৈরি হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার সম্ভবত তাদের বিতর্কিত ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত লোকসভার আসন বৃদ্ধির পরিকল্পনাটি পুনরায় পেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।



উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাসে মোদি সরকারের ইতিহাসে প্রথমবার কোনো সংবিধান সংশোধনী বিল লোকসভায় পরাজিত হয়, কারণ সংবিধান (১৩১ তম সংশোধনী) বিলটি কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৬ সালের এই সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল এবং এর সঙ্গে যুক্ত ডিলিমিটেশন বিলের মাধ্যমে লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০ করার পাশাপাশি সংসদীয় সমীকরণ ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে বড়সড় পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই বিলে ১৯৭৬ সাল থেকে চলে আসা আসন সীমাবদ্ধতার স্থগিতাদেশ তুলে নিয়ে 'সর্বশেষ প্রকাশিত জনগণনা' হিসেবে ২০১১ সালের আদমশুমারিকে ভিত্তি করার কথা বলা হয়েছিল। তবে ২০২৭ সালের জনগণনার কাজ শুরু হয়ে যাওয়ায় বিরোধী দলগুলি এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। বিরোধীদের অভিযোগ, উত্তর ও মধ্য ভারতে সংখ্যার নিরিখে রাজনৈতিক সুবিধা পেতে এই বিল পাস করাতে মরিয়া বিজেপি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বিল পাস হলে দক্ষিণ ভারতের সাংসদ সংখ্যা বৃদ্ধি উত্তর ভারতের চেয়ে অনেক কম হবে। যেহেতু দক্ষিণ ভারতে বিজেপির রাজনৈতিক শক্তি কম এবং উত্তর ভারতে তারা শক্তিশালী তাই এই বিল আইনে পরিণত হলে তা কেন্দ্রের বর্তমান শাসক দলের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা পূরণ করতে সহায়ক হবে।

দেশে একদিনেই উধাও হল ৫ লক্ষ কোটিরও বেশি সম্পদ

নয়াদিল্লি: সোমবার দিনের শুরুর দিকের সব লাভ হারিয়ে বড়সড় পতনের মুখে পড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজার। দিনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে ১,৬০০ পয়েন্টেরও বেশি নেমে যায় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ৫০ নেমে আসে ২৫,৬০০-এর নিচে। বিগত কয়েক সপ্তাহের টানা উত্থানের পর বিনিয়োগকারীদের মুনাফা তুলে নেওয়ার (প্রফিট বুকিং) প্রবণতায় বাজারে এই আকস্মিক পতন দেখা দিয়েছে।

গত শুক্রবার বাজার বন্ধ হওয়ার সময় বিএসইতে তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির মোট বাজার মূলধন (মার্কেট ক্যাপ) ছিল ৫,১৪,১৮,২৭৫ কোটি টাকা। কিন্তু সোমবার বাজার বন্ধের সময় তা কমে ৫,০৮,৯৩,৯৯৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অর্থাৎ একদিনেই বিনিয়োগকারীদের ৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সম্পদ হ্রাস পেয়েছে। বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে বাজার বন্ধ হওয়ার সময় সেনসেক্স ১,৪৮৩ পয়েন্ট কমে ৮২,৪৩৫ স্তরে এবং নিফটি ৪৫০ পয়েন্ট পড়ে ২৫,৩৪৯ স্তরে থিতু হয়। বাজার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বিনিয়োগকারীদের মুনাফা তুলে নেওয়ার প্রবণতা। চলতি মাসে বাজার তীব্র গতিতে বেড়েছিল এবং সূচকগুলি তাদের পূর্ববর্তী সর্বকালীন রেকর্ডের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। টানা চার সপ্তাহের উত্থানের পর বহু বিনিয়োগকারী বাজারের আরও উর্ধ্বগতির পেছনে না ছুটে উঁচু স্তরে শেয়ার বিক্রি করে নগদ অর্থ তুলে নেওয়ার পথ বেছে নেন। এর পাশাপাশি ব্যাঙ্কিং খাতের শেয়ারগুলিতে তীব্র বিক্রির চাপ বাজারকে আরও নিচে নামিয়ে আনে। এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, কানাড়া ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদার মতো সংস্থাগুলির শেয়ারে ব্যাপক পতন হওয়ায় 'ব্যাঙ্ক নিফটি' সূচকটি অনেকটাই নিচে নেমে যায়। মূল সূচকগুলিতে আর্থিক ক্ষেত্রের শেয়ারগুলির গুরুত্ব অনেক বেশি হওয়ায় সামগ্রিক বাজারে এর বড় প্রভাব পড়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে আমেরিকার বাজারের গতিবিধির দিকেও নজর রাখছিলেন বিনিয়োগকারীরা।

মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ পুনরায় সুদের হার বাড়াতে পারে—এমন নতুন আশঙ্কা বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের মনোভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আমেরিকায় সুদের হার বাড়লে মার্কিন সম্পদ বিনিয়োগকারীদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, যার ফলে ভারতের মতো উদীয়মান বাজারগুলিতে বিদেশি পুঁজির প্রবাহ কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। বাজারের সেন্টিমেন্টে চাপ সৃষ্টি করার আরেকটি বড় কারণ ছিল টাকার দামের পতন। মুদ্রার মান কমে গেলে আমদানি খরচ বেড়ে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হয়, যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ভারতীয় সম্পদ ধরে রাখার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক করে তোলে। পাশাপাশি প্রযুক্তিগত কারণও এই পতনে ভূমিকা রেখেছে।

অশান্তি ও অনুপ্রবেশের আশঙ্কা সীমান্তে নজরদারি বাংলাদেশের

ঢাকা: ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফেরার ঘোষণা করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তা নিয়ে এখন উত্তপ্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ডিসেম্বর যত এগিয়ে আসছে, তত অশান্তির আশঙ্কা বাড়ছে সরকারের। এই পরিস্থিতিতে সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করেছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিজিবি। তাদের স্পষ্ট বার্তা, কোনও 'অবৈধ ও বিতর্কিত' ব্যক্তি যাতে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, হাসিনা দেশ ছাড়ার পর আওয়ামী লিগের বহু নেতা-কর্মী বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে বিজিবির এই পদক্ষেপ ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা লাগোয়া বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা পরিদর্শন করেছেন বিজিবির প্রধান মেজর জেনারেল মহম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। সীমান্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি জানান, ডিসেম্বর মাসে যাতে কোনও অবৈধ বা বিতর্কিত ব্যক্তি বাংলাদেশে ঢুকতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই পরিদর্শন। পাশাপাশি সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ, মাদক পাচার এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রবেশ আটকানোর উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে। তবে 'বিতর্কিত' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানাননি বিজিবি প্রধান।

রাজনৈতিক উত্তেজনার পাশাপাশি হিংসার ঘটনাও অব্যাহত রয়েছে বাংলাদেশে। রবিবার রাতে চট্টগ্রামের দামপাড়া এলাকায় পুলিশ লাইনসের সামনে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, বাইকে চেপে আসা দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি পুলিশ লাইনস লক্ষ্য করে বোমা ছুড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ। হামলাকারীদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এছাড়া চট্টগ্রামের বটতলী স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেনেও আগুন লাগানোর অভিযোগ ওঠে। ট্রেনের সামনের দিক থেকে তৃতীয় কামরায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে খবর। তবে রেলকর্মীদের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। 'প্রথম আলো'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, কামরার ভিতর থেকে কেরোসিনের বোতল উদ্ধার হয়েছে। কয়েকটি আসনেও কেরোসিন মাখানো ছিল বলে জানা গিয়েছে।

গত দেড় সপ্তাহে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও অস্থির হয়ে উঠেছে পোশাক-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন ঘিরে। তারেক রহমানের সরকারের অভিযোগ, এই আন্দোলনের পিছনে আওয়ামী লিগের শ্রমিক সংগঠনের উসকানি রয়েছে। উল্লেখ্য, শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর বাংলাদেশে আওয়ামী লিগের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার পরেও বিভিন্ন এলাকায় দলটির কর্মী-সমর্থকদের বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে।

জাম্পিং স্পাইডার : আট চোখের বিস্ময়



এ-মাকড়সা যে-সে নয়। ঘুমের মধ্যে মানুষের মতোই নাকি নড়াচড়া করে এই মাকড়সার চোখ! কেঁপে ওঠে শরীরের পেশিও। তা হলে কি মানুষের মতো স্বপ্নও দেখে তারা? প্রকৃতির এই ক্ষুদ্র প্রাণীটিকে ঘিরে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল এখন তুঙ্গে। নাম তার জাম্পিং স্পাইডার। পৃথিবীর এই অদ্ভুত বিস্ময়টিকে নিয়ে লিখলেন **স্মৃতি ভৌমিক**

একটা ছোট্ট মাকড়সা। আকারে হয়তো আধ ইঞ্চিরও কম। অথচ তার চোখের দৃষ্টি, শিকারের কৌশল, লাফ দেওয়ার ক্ষমতা আর বুদ্ধিমত্তা শুনলে অবাক হতে হয়। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি বিজ্ঞানীদের গবেষণায় উঠে এসেছে আরও চমকপ্রদ তথ্য। ঘুমের মধ্যে মানুষের মতোই নাকি নড়াচড়া করে এই মাকড়সার চোখ! কেঁপে ওঠে শরীরের পেশিও। তা হলে কি মানুষের মতো স্বপ্নও দেখে তারা? প্রকৃতির এই ক্ষুদ্র প্রাণীকে ঘিরে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল এখন তুঙ্গে। নাম তার জাম্পিং স্পাইডার, বাংলায় যাকে বলা যায় লাফানো মাকড়সা। আকারে ছোট হলেও তার জীবনযাপন, শিকার ধরার বুদ্ধি এবং ঘুমের রহস্য তাকে করে তুলেছে প্রাণিজগতের অন্যতম বিস্ময়।

বিবর্তনের ইতিহাস : কবে, কোথা থেকে এল এই মাকড়সা

জাম্পিং স্পাইডার বা লাফানো মাকড়সার বৈজ্ঞানিক পরিবারটির নাম 'সল্টিসিডি' (Salticidae)। মাকড়সার প্রজাতিগুলির মধ্যে এটিই বৃহত্তম পরিবার। সারা পৃথিবীতে এই পরিবারের পাঁচ হাজারেরও বেশি প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। তবে ঠিক কোন দেশ বা মহাদেশে প্রথম এই মাকড়সার জন্ম হয়েছিল, তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। জীবাশ্ম ও ডিএনএ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জাম্পিং স্পাইডারদের বিবর্তনের ইতিহাস বহু প্রাচীন। গবেষণা অনুযায়ী, প্রায় ৪৭ থেকে ৫৭ মিলিয়ন বছর আগে এই পরিবারের পূর্বপুরুষদের অস্তিত্ব ছিল। ইউরোপের বাল্টিক অঞ্চলের অ্যাম্বার বা প্রাচীন গাছের জমাট রসে সংরক্ষিত জীবাশ্ম থেকেও তাদের অতীত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে। পরবর্তী সময়ে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এই প্রজাতির মাকড়সা। অর্থাৎ, কোনও একটি নির্দিষ্ট দেশে এদের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ এখনও নেই।

চেহারা ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য

জাম্পিং স্পাইডারকে অন্য মাকড়সার থেকে আলাদা করে চেনার সবচেয়ে বড় উপায় তার চোখ। সাধারণত এদের আটটি চোখ থাকে। মুখের সামনের দিকে থাকে চারটি চোখ, যার মধ্যে মাঝখানের দুটি চোখ আকারে বেশ বড়। এই চোখের সাহায্যে তারা আশপাশের পরিবেশ, শিকারের অবস্থান এবং দূরত্ব অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বুঝতে পারে। শুধু তাই নয়, এদের দৃষ্টিশক্তি এতটাই উন্নত যে ছোটখাটো নড়াচড়াও সহজে শনাক্ত করতে পারে। শরীরের দৈর্ঘ্য সাধারণত আধ ইঞ্চিরও কম। তবে প্রজাতিভেদে আকার ও রঙের পার্থক্য দেখা যায়। কারও শরীর লোমশ, কারও গায়ে থাকে উজ্জ্বল রঙের নকশা। দেখতে ছোট হলেও এদের চলাফেরায় রয়েছে অসাধারণ ক্ষিপ্রতা।



লাফ দেওয়ার কৌশল ও শিকার ধরার বুদ্ধি

নামেই রয়েছে পরিচয়। জাম্পিং স্পাইডাররা এক লাফে নিজেদের শরীরের দৈর্ঘ্যের ৫০ গুণেরও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এদের পা দেখতে খুব একটা পেশিবহুল নয়। তা হলে এত জোরে লাফায় কীভাবে? আসলে লাফ দেওয়ার সময় পায়ের ভিতরে হঠাৎ রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয় তারা। এর ফলে পা প্রসারিত হয় এবং শরীর ছিটকে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। লাফ দেওয়ার আগে কোনও একটি পৃষ্ঠে রেশমের সুতো আটকে রাখে, যাতে ভারসাম্য হারালে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারে।

শিকার ধরার ক্ষেত্রেও এদের বুদ্ধিমত্তা অবাক করার মতো। অধিকাংশ জাম্পিং স্পাইডার ছোট ছোট পোকামাকড় শিকার করে। তবে 'পোর্শিয়া' প্রজাতির মাকড়সা অন্য মাকড়সা শিকারে বিশেষ দক্ষ। এরা অন্য মাকড়সার জালে এমনভাবে কম্পন তৈরি করে, যেন মনে হয় কোনও পোকা জালে আটকে ছটফট করছে। সেই সংকেত পেয়ে আসল জালের মালিক এগিয়ে এলেই তাকে আক্রমণ করে পোর্শিয়া। পরিস্থিতি বুঝে শিকারের কৌশল বদলানোর ক্ষমতাও রয়েছে এদের। অর্থাৎ, শুধু শারীরিক দক্ষতা নয়, বুদ্ধি খাটিয়েও শিকার ধরে এই ক্ষুদ্র প্রাণী।

জীবনযাত্রা ও বংশবিস্তার

পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে এদের দেখা যায়। গাছের পাতা, দেওয়াল, বাগান, ঘরের জানলার আশপাশ থেকে শুরু করে পাহাড়ের উঁচু অঞ্চল পর্যন্ত এদের বিচরণ। এমনকী হিমালয়ের প্রায় ২২ হাজার ফুট উচ্চতাতেও জাম্পিং স্পাইডারের একটি প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত দিনের বেলাতেই এরা বেশি সক্রিয় থাকে। উন্নত দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে খাবার খোঁজা, চলাফেরা এবং আত্মরক্ষার কাজ করে। প্রজননের ক্ষেত্রে স্ত্রী মাকড়সা রেশমের সাহায্যে ডিমের চারপাশে একটি বিশেষ আবরণ তৈরি করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত অনেক সময় সেই ডিমের পাহারাও দেয়। জন্মের পর ছোট মাকড়সাগুলি দেখতে অনেকটা পূর্ণবয়স্কদের মতোই হয়। ধীরে ধীরে খোলস বদলে বড় হয়ে ওঠে তারা।



বিজ্ঞানীদের নতুন আবিষ্কার : ঘুমের মধ্যে কি স্বপ্ন দেখে মাকড়সা?

জাম্পিং স্পাইডারকে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বড় কৌতূহল তৈরি হয়েছে তাদের ঘুমের ধরন নিয়ে। ২০২৬ সালের ২৬ অক্টোবর বিজ্ঞানপত্রিকা 'প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস' বা PNAS-এ প্রকাশিত গবেষণায় জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা অস্ট্রেলিয়ার 'পোর্শিয়া ফিমব্রিয়াটা' প্রজাতির মাকড়সার ঘুম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এনেছেন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ঘুমের সময় তাদের চোখের দ্রুত নড়াচড়া এবং পেশির কাঁপুনি হচ্ছে। মানুষের ঘুমের একটি বিশেষ পর্যায়, যার নাম REM বা Rapid Eye Movement, তার সঙ্গে এই আচরণের যথেষ্ট মিল রয়েছে।

গবেষকেরা একাধিক দিন ও রাত ধরে ইনফ্রারেড ক্যামেরায় মাকড়সাগুলির আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন। শুধু স্থির হয়ে থাকা নয়, বাইরের শব্দে তাদের প্রতিক্রিয়া, ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলে পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত ঘুমিয়ে সেই ঘাটতি পূরণের প্রবণতাও পরীক্ষা করা হয়। এই গবেষণায় মাকড়সার নিয়ন্ত্রিত ঘুমের দুটি পৃথক পর্যায়ের আচরণগত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। তবে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, REM-সদৃশ চোখের নড়াচড়া থাকলেই যে তারা মানুষের মতো স্বপ্ন দেখে, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কারণ তাদের মস্তিষ্কের কার্যকলাপ সরাসরি পরিমাপ করা হয়নি।

গবেষণার নতুন দিগন্ত

এই আবিষ্কার ঘুমের বিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানীদের সামনে নতুন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। মানুষের মতো মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং মাকড়সার মতো অমেরুদণ্ডী প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা। তা সত্ত্বেও ঘুমের মধ্যে একই ধরনের কিছু আচরণ দেখা যাওয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রজাতির মাকড়সার ঘুম, তাদের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপ এবং কৃত্রিম আলোর প্রভাব নিয়েও গবেষণা চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে বিজ্ঞানীদের।

প্রকৃতির এই ক্ষুদ্র প্রাণী তাই আজ শুধু তার লাফ দেওয়ার ক্ষমতা কিংবা শিকার ধরার কৌশলের জন্য নয়, বরং ঘুমের অজানা রহস্যের কারণেও গবেষণার কেন্দ্রে। যে প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা, তা হল— রাতের অন্ধকারে চোখ নাড়াতে নাড়াতে কি সত্যিই কোনও স্বপ্নের জগতে হারিয়ে যায় জাম্পিং স্পাইডার? উত্তর খুঁজছে বিজ্ঞান। আর সেই উত্তর হয়তো একদিন বদলে দিতে পারে প্রাণিজগতে ঘুম সম্পর্কে আমাদের বহুদিনের ধারণা।

টিকিট কালেক্টর থেকে তিনি এখন উইকেট কালেক্টর। ৪ বলে ৪ উইকেট নেওয়া জামশেদ আলমের প্রশংসা ক্রিকেটমহলে



ডার্বি ভুলে আজ এএফসি ম্যাচ জিততে চান হাবাস

প্রতিবেদন : এএফসি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ নক আউট পর্বে খেলার আশা কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। তবু অঙ্কের হিসেবে একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে মশালবাহিনীর। সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঘরের মাঠে জর্ডনের ক্লাব আল হুসেইনের বিরুদ্ধে ফিরতি ম্যাচে নামছে ইস্টবেঙ্গল।

গ্রুপ 'ডি'-তে ৪ ম্যাচ খেলে কোনও জয় নেই মহম্মদ রশিদদের। দু'টিতে ড্র করে ২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে সবার নিচে ইস্টবেঙ্গল। উপরে থাকা তিনটি দল আল শোর্তা, আল হুসেইন এবং আল সিবকে হারতে হবে অথবা পয়েন্ট নষ্ট করতে হবে। আর বাকি দুই ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিততে হবে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দলকে। পরের পর্বে যেতে হলে কার্যত অসাধ্যসাধন করতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। তবু আশায় লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ। হাবাস বলেছেন, এই ম্যাচের পরের লড়াই আইএসএল ডার্বি। কিন্তু আমার কাছে ডার্বির থেকেও এএফসি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। অঙ্কের হিসেবে ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকলেও আমরা আশায়। আল হুসেইনের বিরুদ্ধে জিততে চাই।

আনোয়ার আলি না থাকায় রক্ষণ নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই লাল-হলুদ শিবিরে। দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে কবজি ভেঙে ছিটকে গিয়েছেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। দুই গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে ছাড়া এএফসির ম্যাচ কঠিন মেনে নিয়েও হাবাস বলছেন, আনোয়ার ও এডমুন্ড যখন নেই, তাদের নিয়ে না ভেবে যারা রয়েছে তাদের নিয়েই ভাল খেলে ম্যাচ জেতার চেষ্টা করতে হবে।

জর্ডনে গিয়ে আল হুসেইনের বিরুদ্ধে দু'গোলে এগিয়ে থেকেও ২-২ ড্র করে ফিরেছিল ইস্টবেঙ্গল। আল হুসেইনের নতুন কোচ কুরো তোরেসের সঙ্গে হাবাসের আবার পুরনো কানেকশন। ২৫ বছর আগে ভ্যালেন্সিয়াতে কুরোর হেড কোচ ছিলেন হাবাস। মাঠে অবশ্য বন্ধুত্বের জায়গা নেই। ইস্টবেঙ্গল কোচ ম্যাচ



সাংবাদিক বৈঠকের পর লোবার সঙ্গে হাবাস।

জিততে ৩-৫-২ ফর্মেশনেই হয়তো দল নামাবেন। ক্রিস ইকোনমিডিস হয়তো শুরু করবেন উইংয়ে। আর এক প্রান্তে জয় গুপ্তা। আনোয়ার-হীন রক্ষণে তিন ডিফেন্ডার হতে পারেন দিয়েগো জিভুলিচ, সন্দীপ মাণ্ডি ও লালচুংনুঙ্গা। মাঝমাঠে রশিদ ও জিকসন সিং এবং একটু উপরে রামিরেজ। আপফ্রন্টে হয়তো ডেভিডের সঙ্গী হবেন আকে লোবা।

আজ এসিএলে : ইস্টবেঙ্গল বনাম আল হুসেইন (যুবভারতী, সন্ধে ৭.১৫)

ফেরার লড়াই জারি, সূর্যর স্বপ্ন অলিম্পিক

প্রতিবেদন : গত মার্চে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে শেষ টি-২০ ম্যাচ খেলেছিলেন সূর্যকুমার যাদব। পরের আট মাসে ভারতীয় দলের থেকে অনেক দূরে ছিটকে গিয়েছেন। শ্রেয়স আইয়ারকে অধিনায়ক করে বার্তা দেওয়া হয়েছে, তুমি আর আমাদের স্কিম অফ থিংসে নেই। কিন্তু তাই বলে এখনই বুটজোড়া আলমারিতে তুলে লড়াইয়ের ময়দান থেকে সরে যাচ্ছেন না টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক।

মুস্তাক আলি টি-২০ টুর্নামেন্ট উপলক্ষে সূর্য এখন কলকাতায়। টুর্নামেন্টের প্রথম দুটি ম্যাচে তিনি ঝোড়ো রান করেছেন। সিএবি মুম্বই অধিনায়কের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। সেখানে তিনি বলেছেন, আমার কোনও আক্ষেপ নেই। ৪-৫ বছরে যা পেয়েছি অনেক। তবে সুযোগ পেলে খেলি। এই যেমন এখন মাথায় অলিম্পিকের স্বপ্ন। বলতে পারেন এটা আমার সাম্প্রতিকতম ড্রিম।

সূর্য মুম্বইয়ের রঞ্জি দলে সুযোগ পাননি। বিশ্বকাপ জেতার পর জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া তাঁকে মানসিকভাবে ধাক্কা দিয়েছিল। কিন্তু ছ'মাস আগে কন্যাসন্তানের জন্মের পর আবার নতুন করে খেলাটাকে আঁকড়ে ধরেছেন। ফিরে গিয়েছেন প্রথম জীবনের রুটিনে। খেলছেন বেসবলও। তিনি এই খেলার সঙ্গে জড়িয়ে। সূর্যর বক্তব্য, বেসবল খেলে তিনি এখন আরও বেশি ছক্কা মারতে পারছেন।

কেকেআরের হয়ে একবার আইপিএল জিতেছেন সূর্য। মুম্বইয়ের হয়ে দু'বার। যা সূর্যর কাছে বিশাল প্রাপ্তি। তবে তিনি বলেছেন, ৩১ বছরে অভিষেক হওয়া একজন ক্রিকেটার ৪-৫ বছরে এত কিছু করে ফেলবে কেউ ভাবেনি। তাঁর কথায়, ৪-৫টা বিশ্বকাপ খেলেছি। কাপ জয়ী দলে খেলেছি। অধিনায়ক হিসাবেও কাপ



এখনও আগের মতোই জনপ্রিয় সূর্য। -সিএবি

জিতেছি। কিন্তু টি ২০ বিশ্বকাপ জেতার হ্যাটট্রিক হয়নি। সেটা হলে ভাল হয়। আর ওই যে বলেছি, অলিম্পিকে অংশ নেওয়া আমার স্বপ্ন।

২০২৩-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি টেস্ট খেলেছিলেন সূর্য। ২০২১-এ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একদিনের দলে আসেন। খেলেছেন ৩৭টি ম্যাচ। ২০২১-এ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলেন প্রথম টি-২০ ম্যাচ। সূর্য খেলেছেন ১১৩টি ম্যাচ। তাঁর শেষ টি-২০ ম্যাচ ২০২৬-এ। সূর্য বলেছেন এই বছরটি তাঁর দারুণ কেটেছে। নেতা হিসাবে কাপ জিতেছেন, কন্যা হয়েছে। কিন্তু এই বছরই বাদ পড়েছেন। সূর্য তবু ফেরার লড়াই লড়ছেন। আর সেটা ২০২৬-এ দাঁড়িয়েই।

রেস্টির গোলে জয়ী মেয়েরা



প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের দাপট চলছেই। ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে (আইডব্লুএল) দ্বিতীয় জয় মশাল গার্লসের। সোমবার কল্যাণী স্টেডিয়ামে কিকস্টার্ট এফসিকে ১-০ গোলে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল লাল-হলুদের মেয়েরা। একমাত্র গোলটি করেন রেস্টি নানজিরি। ম্যাচে শুরু থেকে আধিপত্য নিয়ে খেলেও এক গোলের বেশি করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করেও তা কাজে লাগাতে পারেনি তারা। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইস্টবেঙ্গল।

পানোসকে ভাবাচ্ছে রক্ষণ ও মাঝমাঠ

প্রতিবেদন : আইএসএলে টানা পাঁচ ম্যাচ জিতেও শনিবারের ডার্বির আগে নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না মোহনবাগান কোচ পানাজিওটিস দিলমপেরিস। দলের কিছু দুর্বলতা ভাবাচ্ছে তাঁকে। বিশেষ করে ম্যাচের রাশ ধরে রাখতে না পারা, রক্ষণে মনোসংযোগ হারানো এবং খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ভুল।



চিন্তায় সামিরের ফর্ম।

গোয়ায় চার্চিল ব্রাদার্সকে ২-১ গোলে হারিয়েও উদ্বিগ্ন মোহনবাগান কোচ পানোস। তিনি বলেছেন, আমরা টানা পাঁচটি ম্যাচ জিতেছি। এটা যেমন ইতিবাচক দিক। তেমনই স্বীকার করে নিতে হবে যে, আমরা বেশ কিছু ভুল করছি। ম্যাচে হঠাৎই আমাদের খেলার মান পড়ে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষকে সুযোগ করে দিচ্ছি আমরা। ফুটবলারদের কিছু ব্যক্তিগত ভুলেই এটা হচ্ছে।

সোমবার শহরে ফিরেছেন লিস্টন কোলাসো, জেমি ম্যাকলারেনরা। মঙ্গলবার থেকেই ডার্বির প্রস্তুতি শুরু বাগানে। টানা পাঁচ ম্যাচে জয় স্বস্তি দিলেও ডার্বির আগে মাঝমাঠ ও রক্ষণ ভাবাচ্ছে বাগান কোচকে। চার্চিলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যর্থ সামির জেলকোভিচ। দেজান দ্রাজিচও ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছেন না। রক্ষণে তাই চাপ বাড়ছে। ডার্বিতে মিগুয়েল ফিগুয়েরা হয়তো শুরু থেকে খেলবেন। কিন্তু ব্রাজিলীয় তারকা কি পুরো ৯০ মিনিট মাঠে থাকতে পারবেন? থাকছে প্রশ্ন! বড় ম্যাচের আগে যা চিন্তার কারণ।

নির্বাচিত ৪ প্রাক্তন

প্রতিবেদন : জাতীয় ক্রীড়া আইন অনুযায়ী, ২০ ডিসেম্বর এআইএফএফ-এর নির্বাচনে এসওএম পদে দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা প্রাক্তন ফুটবলার থাকবেন। তাঁদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সদস্য কার্যকরী কমিটিতে জায়গা পাবেন। প্রাথমিক তালিকায় থাকা ৪০ জনের নাম থাকলেও শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দিয়েছেন মাত্র ন'জন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা এবং চারজন পুরুষ। তবে এসওএম-এর তালিকা থেকে ফেডারেশনের জেনারেল বডিতে জায়গা পেলেন চার ফুটবলার। তাঁরা হলেন ব্রুনো কুটিনহো, জো পল আনচেরি, বেন্টলা ডি'কথ এবং বেমবেম দেবী। শুক্লা দত্ত, শরাফ আলি, কল্পনা দাস, শ্রদ্ধাঞ্জলি সামন্তরায়রা নির্বাচিত হলেন না।

আজ উত্তরপ্রদেশকে হারালেও চাপ বাংলার



প্রতিবেদন : এমসিএ মাঠে মঙ্গলবার সকাল ন'টায় বাংলা-উত্তরপ্রদেশ ম্যাচ। সকালের দিকে বল কিছুটা মুভ করে মুম্বইয়ে। ফলে দু'দলের সিমাররা সুবিধা পেতে পারেন।

অভিমন্যুর দলের কাছে সবথেকে বড় সমস্যা হল বরোদার কাছে হেরে যাওয়া। এর ফলে নক আউটের রাস্তা কঠিন হয়ে গিয়েছে। নিয়ম বলছে চারটি গ্রুপের শীর্ষে থাকা দল সরাসরি পরের রাউন্ডে আসবে। বাকি তিনটি দল আসবে সবক'টি দলের মধ্যে থেকে। এই যখন পরিস্থিতি তখন বাংলার জন্য সামনের ম্যাচ খুব কঠিন। জিততে হবে, পুরো পয়েন্ট তুলে নিয়ে অন্যদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। এ গ্রুপে বরোদা ৫ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার আগে রয়েছে। এই গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাজস্থান। তাদেরও ৫ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট। বাংলা আছে তৃতীয় স্থানে। অভিমন্যুদের ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট। অর্থাৎ তাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন। উত্তরপ্রদেশেরও ১২ পয়েন্ট। তবে বাংলা নেট রান রেটে তাদের থেকে এগিয়ে আছে। এই গ্রুপে পরের জায়গাগুলিতে রয়েছে ঝাড়খণ্ড, কর্নাটক, চণ্ডীগড় ও মিজোরাম।

বাংলার জন্য উত্তরপ্রদেশ ম্যাচ বরোদার মতো কঠিন বললে কম হবে না। ভুবনেশ্বর কুমার, কুলদীপ যাদব, শিবম মাভি, কার্তিক ত্যাগি, অধিনায়ক করণ শর্মা, যশ দয়াল। সবাই প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটার। বরোদা ম্যাচে বাংলার সায়ন ঘোষ ভাল বল করেছেন। কিন্তু এই ম্যাচে মুকেশ, প্রদীপ্ত, শামিকে আরও ভাল বল করতে হবে। রান করতে হবে সুদীপ, করণকে। অভিমন্যু ফর্ম ফিরে পেয়েছেন। অভিষেক রানের মধ্যে আছেন। এটাই যা ভরসা।



ইতালিতে লাল কার্ড দেখা এক ফুটবলার ছুরি নিয়ে মাঠে ফিরে এসে প্রতিপক্ষর কর্মকর্তার গলায় চেপে ধরেন

ফাইনালের রাস্তা আরও কঠিন

ওয়েলিংটন, ২৩ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ড্র করায় চাপ বাড়ল ভারতের উপর। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার স্বপ্ন ধাক্কা খেল শুভমন গিলদের।

ডব্লুটিসি তালিকায় পয়েন্টের শতাংশের বিচারে চার নম্বরেই রয়েছে ভারত। কিন্তু পয়েন্টের শতকরা হার কমে গেল (৫১.৫২ থেকে এখন ৫০)। নিউজিল্যান্ড ৬৬.৬৭ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে এক ধাপ উপরে। শীর্ষে যথারীতি দক্ষিণ আফ্রিকা (৭৫)। দুইয়ে অস্ট্রেলিয়া (৬৯.২৩)।

প্রথম দুইয়ে ফাইনাল খেলতে হলে বাকি ছ'টি টেস্টের প্রত্যেকটিতেই জয় ছাড়া কোনও রাস্তা নেই শুভমনদের কাছে। কিন্তু শুভমনের নেতৃত্ব এবং বোলারদের ধারাবাহিকতার অভাব দেখে অতি বড় সমর্থকও বোধহয় আশা রাখতে পারছেন না এই ভারতীয় দলের উপরে।

১৫ ওভার আগে গিলের ড্রয়ের প্রস্তাব নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ড্যারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপ্সের শেষ ব্যাটার জুটি ছিল ক্রিজে। এক ঘণ্টায় পাটা পিচে বাকি ৫ উইকেট নেওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না। উদাহরণও রয়েছে প্রচুর। অথচ সকলকে অবাক করে ড্রয়ের প্রস্তাব দিলেন গিল। জয়ের শেষ চেষ্টাই যে করলেন না তাঁরা।

ডব্লুটিসি পয়েন্ট টেবল

দল	পয়েন্টের শতাংশ
দক্ষিণ আফ্রিকা	৭৫
অস্ট্রেলিয়া	৬৯.২৩
নিউজিল্যান্ড	৬৬.৬৭
ভারত	৫০



ভগ্ন মনোরথে ওয়েলিংটন ছাড়ছেন শুভমনরা। এবার লড়াই ক্রাইস্টচার্চে। সোমবার।

শেষ চারের লক্ষ্যে নামছেন তিলকরা

দোহা, ২৩ নভেম্বর : এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস ওয়ান ডে প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে মঙ্গলবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে নামছে ভারত 'এ'। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দলের বোলিং হতাশ করেছে। আমিরশাহির বিরুদ্ধে জয় পেতে হলে বোলিংয়ে শৃঙ্খলার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের কাছ থেকে আরও ভাল ব্যাটিং প্রয়োজন।



পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ১১ ওভারে পাকিস্তান ৮৩ রান করেছে। যা ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভারত ৪৮ রানে ম্যাচ হেরে যায়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি দলের মান পাকিস্তানের মতো না হলেও তাদের হালকাভাবে নেওয়াটা বোকামি হবে। ভারতীয় শিবির নিশ্চয় তা ভালভাবেই জানে। গ্রুপ পর্বে তারা পাকিস্তানকে বেশ চাপে ফেলেছিল। পাকিস্তানকে ২৪৫ রানে অলআউট করার পর নিজেরা ১৮৪ রান তুলেছিল। শক্তিশালী প্রতিপক্ষে বিরুদ্ধে তারা লড়াই করার ক্ষমতা রাখে। পাকিস্তানের কাছে হারের পর শেষ চার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিশ্চিতভাবেই সতর্ক থাকবে ভারত এবং কোনও সুযোগই হাতছাড়া করতে চাইবে না।

নাদালকে টপকে ইতিহাস আলকারেজের



মাদ্রিদ, ২৩ নভেম্বর : রাফায়েল নাদালকে টপকে ইতিহাস কার্লোস আলকারেজের। এটিপি ট্যুর চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। ফাইনালে আলেকজান্ডার জেরেভকে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে নয়া নজির সৃষ্টি করলেন আলকারেজ। খেলার ফলাফল ৬-২, ৭-৬। ২ ঘণ্টারও বেশি সময়ের লড়াইতে জেরেবের চোখে-চোখ রেখে লড়াই করলেন কার্লোস। আর এই ট্রফি জয়ের ফলে চারটি গ্র্যান্ডস্ল্যামের পাশাপাশি একটি এটিপি ট্যুরও জেতা হয়ে গেল তাঁর। এই তালিকায় আলকারেজ হলেন চতুর্থ টেনিস খেলোয়াড়। এর আগে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন আন্দ্রে আগাসি, রজার ফেডেরার ও নোভাক জকোভিচ। চলতি বছরের শুরুতেই সর্ব কনিষ্ঠ টেনিস তারকা হিসেবে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয় করেছিলেন আলকারেজ। এরপরই চোটের কবলে পড়েন তিনি। কিন্তু ফিরে এসে বছরের শেষটা বেশ ভালভাবেই করলেন। তাঁকে দেখে পুরো ফিটই মনে হয়েছে।

বল-বিকৃতি শুরু হয় ডারবান টেস্টে

দাবি ডি'ভিলিয়ার্সের



কেপ টাউন, ২৩ নভেম্বর : ২০১৮ সালের সেই কুখ্যাত 'স্যান্ডপেপারগেট' অর্থাৎ বল টেম্পারিং কেলেঙ্কারির সূত্রপাত কেপ টাউন টেস্টে নয়, সিরিজের প্রথম টেস্টেই ডারবানে শুরু হয়েছিল বলে দাবি করলেন এবি ডি'ভিলিয়ার্স। তিনি বলেন, ডারবানের প্রথম টেস্ট থেকেই অস্ট্রেলিয়ার বোলাররা অস্বাভাবিকভাবে বল রিভার্স সুইং করাচ্ছিলেন এবং এই বিষয়ে অজি দলের প্রতিটি ক্রিকেটারই অবগত ছিলেন। যে কেউ সেই ম্যাচের ভিডিও ফুটেজ দেখলেই বিষয়টি বুঝতে পারবেন। পাশাপাশি, বল ঘষার জন্য শিরিষ কাগজ নাকি নখ ব্যবহার করা হয়েছিল, এই বিতর্কে না গিয়ে মূল অপরাধের দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এবি বলেন, কী দিয়ে বল বিকৃত করা হয়েছে, সেটা বড় কথা নয়। আসল বিষয় হল অস্ট্রেলিয়া আগে থেকেই পরিকল্পনা করে নিয়ম ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিল।

তবে এই ঘটনার জন্য ক্রিকেটারদের থেকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) ভূমিকাকেই বেশি দায়ী করেছেন ডি'ভিলিয়ার্স। তাঁর মতে, পরিস্থিতি সামাল দিতে অস্ট্রেলিয়ান বোর্ড পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীও হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বোর্ড ক্রিকেটারদের আগলে রাখার বদলে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ঘটনার জেরে শাস্তি পাওয়া ডেভিভ ওয়ার্নার এবং ক্যামেরন ব্যানক্রফটের নতুন কিছু মন্তব্যের পর আরও জোরালো হয়ে উঠেছে আট বছরের পুরোনো এই বিতর্ক। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কেপটাউন টেস্টে ক্যামেরন ব্যানক্রফট শিরিষ কাগজ দিয়ে বল ঘষার সময় টেলিভিশন ক্যামেরায় ধরা পড়েন। যার জেরে তৎকালীন অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ও সহ-অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নারকে এক বছরের জন্য এবং ব্যানক্রফটকে নয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

খেতাব রক্ষার লড়াই গুকেশের

জেনেভা, ২৩ নভেম্বর : বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে নামছেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার ডি গুকেশ। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় তাঁর প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারভ। ইতিহাসে এই প্রথমবার তারুণ্যের বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ। গুকেশ ও সিন্দারভের বয়স মাত্র ২০! সর্বকনিষ্ঠ দুই দাবাড়ুর দ্বৈরথকে একটি ঐতিহাসিক লড়াই আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আগামী দু'সপ্তাহ দাবা বিশ্বের নজর থাকবে এই লড়াইয়ের দিকে। ১৪ গেমের ক্লাসিক্যাল ফরম্যাটের প্রতিযোগিতা চলবে আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ক্লাসিক্যালে মুখোমুখি সাক্ষাতে সিন্দারভের থেকে পিছিয়ে থাকলেও গুকেশ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি শিরোপা রক্ষা করতে নয়, আবারও জিততে চান। মুকুট রক্ষার লড়াইয়ে নামার আগে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় ন্ডমাস্টার বলেছেন, আমার পরিবার, বন্ধুমহলের কাছ থেকে পাওয়া একটি উপদেশ আমি মাথায় রাখছি। কেউ একজন আমাকে বলেছিলেন, তুমি কে তা মনে রেখো। আমার মনে হয়, প্রতিযোগিতায় আমি সেই কথাটাই মনে রাখব।

ব্যথিত পোচেত্তিনো জবাব দিতে চান



ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ নভেম্বর : মাইকেল ক্যারিককে ছাঁটাইয়ের পর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সমর্থকেরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন নতুন কোচ মরিসিও পোচেত্তিনোকে নিয়ে। অ্যানফিল্ডে লিভারপুরের কাছে চার গোলে হারের পর সেই স্বপ্ন বাস্তবের মাটিতে আছড়ে পড়েছে। ইউনাইটেডের ১০০ বছরের ইতিহাসে ম্যানেজার হিসেবে সবচেয়ে খারাপ শুরু পোচেত্তিনোর। দুঃস্বপ্নের অভিষেকের পর ব্যথিত পোচেত্তিনো জানিয়েছেন, পরিস্থিতি বুঝেই জয়ের রাস্তায় ফিরতে হবে।

ম্যাচের পর পোচেত্তিনো বলেছেন, এখনও অনেক ম্যাচ বাকি রয়েছে। এখনও বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। এই হারের জন্য দলের সকলের মতো আমিও ব্যথিত। এখন খুব জটিল ও কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছি। তবে আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে না। এই রাগ, হতাশাকেই শক্তি বানিয়ে ফের কঠোর পরিশ্রম শুরু করতে হবে। পরের ম্যাচে আশা করি সেরাটা দিতে পারব।

পোচেত্তিনোর দাবি, ইয়োরোর লাল কার্ডের আগেই ব্রায়ান এমবিউমোকে ফাউল করেছিলেন জেরেমি। পেনাল্টি পাওয়ার কথা ছিল ম্যান ইউয়ের। পয়েন্ট টেবলে অবনমনের আওতায় রয়েছে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাব। সেখান থেকে জয়ের অভ্যাসে ফেরার কঠিনতম চ্যালেঞ্জের সামনে ম্যান ইউ কোচ।

ক্রিকেটে বাড়ছে ছক্কা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এমসিসি ক্রিকেট কমিটি আম্পায়ারদের হাতে ব্যাট মাপার দায়িত্ব দিল



ভুল দল, খারাপ ফিল্ডিংয়ের মাশুল ড্র

ওয়েলিংটন, ২২ নভেম্বর: ভারত যে হারবে না সেটা আগেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু বেসিন রিজার্ভে শুভমনদের জয়ের আভাসটাও পাওয়া যায়নি। পাঁচ দিনের টানটান স্নায়ুযুদ্ধ, রেকর্ড ভাঙা ব্যাটিং এবং শেষ বিকেলে ড্যারেল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপসের রুদ্ধশ্বাস প্রতিরোধ। সব মিলিয়ে ওয়েলিংটনে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম টেস্ট ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ড্র দিয়েই নিষ্পত্তি হল। একদিকে ভারতীয় ব্যাটারদের ছন্দময় দাপট ও রানের পাহাড়, অন্যদিকে পঞ্চম দিনে হার এড়াতে কিউইদের বুক চিতিয়ে লড়াই। ভারতীয় বোলাররা মরিয়া প্রচেষ্টা করলেও মিচেল-ফিলিপস জুটিকে ভাঙতে অক্ষম রয়ে গেলেন। ফলে কোনও দলই জয়ের হাসি হাসতে না পারলেও এই ম্যাচটি উপহার দিল টেস্ট ক্রিকেটের আসল রোমাঞ্চ। এই ড্রয়ের ফলে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে আপাতত ০-০ সমতা বজায় রইল। ম্যাচের সেরা হয়েছেন হেনরি নিকোলস।

টস হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে বেসিন রিজার্ভের উইকেটে বেশ চাপেই পড়ে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। একটা সময় মাত্র ৭০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা। প্রথম ইনিংসে ৩৬৮ রানে গুটিয়ে গেলেও কিউইদের ইনিংসের মূল খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন হেনরি নিকোলস। এক প্রান্ত আগলে রেখে ৩৩৫ বলের দীর্ঘ ও ধৈর্যশীল ইনিংসে তিনি খেলেন অপরাজিত ১৭৫ রানের ম্যারাথন ইনিংস। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালান গ্লেন ফিলিপস, তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১১৮ রানের ঝকঝকে ইনিংস। ভারতের বোলারদের মধ্যে জসপ্রীত বুমরা ও আকাশ দীপ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট তুলে নিলেও, কিউইদের বড় সংগ্রহ আটকাতে বেশ ঘাম ঝরাতে হয়।

নিউজিল্যান্ডের ৩৬৮ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে রীতিমতো যেন রানের উৎসব শুরু করে ভারত। শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিংয়ে কিউই বোলারদের উপর চাপ তৈরি করেন ভারতীয় ব্যাটাররা। কেএল রাহুল ঠাণ্ডা মাথায় ইনিংস গড়ে তোলেন এবং রেকর্ড গড়ে মূল্যবান ১৩৬ রান করেন। পাশাপাশি, ঋষভ পন্থ নিজের স্বভাবসিদ্ধ আক্রমণাত্মক ছন্দেই বোলারদের ছক কষে দিয়ে খেলেন ১২৮ রানের দাপুটে ইনিংস। রাহুলের মতো তিনিও রেকর্ডের খাতায় নাম লেখান। অল্পের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেও শুভমন গিল (৯৮) দলের বড় রান সংগ্রহের ভিত মজবুত করেন।



শেষ দিনে মাটি কামড়ে হার ঠেকালেন মিচেল ও ফিলিপস। সোমবার ওয়েলিংটনে।

পাশাপাশি, যশস্বী জয়সওয়াল (৮৫), দেবদত্ত পাড়িক্কাল (৮০) এবং ধ্রুব জুরেল (৭৮) ব্যাট হাতে বড় অবদান রাখেন। শুধু ব্যক্তিগত রানই নয়, টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে টানা সাতটি পঞ্চাশোর্ধ্ব জুটি গড়ার অনন্য নজিরও গড়ে ভারত। শেষ পর্যন্ত ৩৫২ রানের বিশাল লিড নিয়ে ৯ উইকেটে ৭২০ রান তুলে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে সফরকারীরা।

এরপর ৩৫২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বড় ধাক্কা খায় নিউজিল্যান্ড। শূন্য রানেই সাজঘরে ফেরেন অধিনায়ক টম ল্যাথাম। প্রবল চাপের মুখে পড়ে দলকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন ডেভন কনওয়ে ও রাচিন রবীন্দ্র। কনওয়ে ৬৫ এবং রবীন্দ্র ৩৭ রানের কার্যকর ইনিংস খেলে ম্যাচের কিউয়ি শিবিরকে খাদের কিনারা থেকে তুলে নেন। চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে যখন জয়ের স্বপ্ন উঁকি দিচ্ছিল ভারতের সামনে, তখনই ক্রিজে খুঁটি গেড়ে বসেন ড্যারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপস। কোনও তাড়াহুড়ো না করে বলের পর বল ধরে রেখে, স্নায়ুর চাপা উত্তেজনার মাঝে দিনের শেষ ওভার পর্যন্ত অবিচল থাকেন তাঁরা। মিচেল ৪৯ এবং ফিলিপস ২৬ রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচ ড্রয়ের দিকে ঠেলে দেন। শেষ পর্যন্ত ১২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২৩৯ রান তুলে হার এড়ায় নিউজিল্যান্ড। ভারতের হয়ে প্রসিধ কৃষ্ণ ২টি উইকেট তুলে নেন, এছাড়া বুমরাহ, ওয়াশিংটন সুন্দর ও অংশুল কম্বোজ একটি করে উইকেট পান। ব্যাটিং বান্ধব উইকেটে ভারতের বিশাল সংগ্রহ ও রেকর্ডের বহর যেমন ম্যাচটিকে আলাদা মাত্রা দিল। তেমনই শেষদিনে নিউজিল্যান্ডের ধৈর্যশীল রক্ষণ ও লড়াইয়ের মানসিকতা ওয়েলিংটন টেস্টকে স্মরণীয় করে রাখল।

স্কোরবোর্ড

নিউজিল্যান্ড (প্রথম ইনিংস) ৩৬৮-১০ (১২১ ওভার), হেনরি নিকোলস ১৭৫ (অপরাজিত), গ্লেন ফিলিপস ১১৮, বোলিং-বুমরা-২৯-৮-৯২-৪, আকাশ দীপ- ২৩-৭-৫৩-৩, ভারত (প্রথম ইনিংস) ৭২০-৯ (১৬৬ ওভার), কেএল রাহুল ১৩৬, ঋষভ পন্থ ১২৮, শুভমন গিল ৯৮, বোলিং- গ্লেন ফিলিপস-২৪-০-১৫৪-৩, রাচিন রবীন্দ্র- ১০-০-৪৪-২, নিউজিল্যান্ড (দ্বিতীয় ইনিংস) ২৩৯-৪ (১২০ ওভার), ডেভন কনওয়ে ৬৫, ড্যারেল মিচেল ৪৯ (অপরাজিত), রাচিন রবীন্দ্র ৩৭ বোলিং- প্রসিধ - ১৯-১০-২৩-২, বুমরা- ২০-৭-৪২-১।

হাতছাড়া ম্যাচ, শুভমন তবু ভুল মানতে নারাজ

ওয়েলিংটন, ২৩ নভেম্বর: শেষ দিন উইকেট তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন ভারতীয় বোলাররা। যার ফলে জয়ের বেসিন রিজার্ভে প্রথম টেস্টে জয়ের গন্ধ পেয়েও ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল টিম ইন্ডিয়াকে। শেষ বেলায় ড্যারেল মিচেল এবং গ্লেন ফিলিপসের গড়ে তোলা প্রতিরোধের কোনও জবাব ছিল না বুমরা, আকাশ দীপ, ওয়াশিংটনদের সামনে। বলে লালা ব্যবহার করতে না পারা উইকেট তোলা বেশ কঠিন করে তুলেছে বোলাদের জন্য। দাবি করলেন শুভমন গিল। বলের গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ভারত অধিনায়ক জানান, কোভিড তো কবেই চলে গিয়েছে, তাহলে কেন এখনও পর্যন্ত বলে লালা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না? সেটা আমার জানা নেই। বল পোলিশ করতে না পারাটা উইকেট না তুলতে পারার একটা বড় কারণ। আর পিচ থেকে যদি কোনও সাহায্য না পাওয়া যায় এবং তার উপর যদি বল নরম হয়ে যায়, তাহলে বোলারদের জন্য উইকেট নেওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা গত বছর ইংল্যান্ডেও এটা দেখেছি। প্রথম তিন-চারটি ম্যাচে ডিউকস-এর বল খুব দ্রুত নরম হয়ে যাচ্ছিল। আমি জানি না বলের মান খারাপ হয়ে গিয়েছে ,নাকি অন্য কিছু হয়েছে।

পাশাপাশি, প্রথম টেস্টে অভিজ্ঞ সিরাজকে না খেলানোর নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছিল সেটারও জবাব দেন গিল। তিনি জানান, এই ম্যাচে আমরা সেরা বোলিং আক্রমণ নিয়েই নেমেছিলাম। সিরাজ একজন দুর্দান্ত দুর্দান্ত বোলার, যে ভারতের হয়ে অনেকবারই ভাল পারফর্ম করেছে। ও আমার খুব ভাল বন্ধু। আমাদের অভিষেক একসঙ্গেই হয়েছিল। দেশের হয়ে খেলার আগেও সে আমার বন্ধু ছিল। তাই সিরাজকে বাদ দেওয়াটা আমাদের জন্যও খুব কঠিন একটা সিদ্ধান্ত ছিল। ম্যাচের আগে এই বিষয়ে ওর সঙ্গে আলোচনাও করেছিলাম, ও যুক্তিটা বুঝেছিল।



রিভিউ চাইছেন শুভমন। কিন্তু জয় অধরাই থেকে গেল।

কুলদীপ-সুতার কোথায় গেল, একহাত সৌরভের

প্রতিবেদন : কুলদীপ যাদব, মানব সুতারের মতো স্পিনার থাকলে ওয়েলিংটনে পাটা উইকেটে হয়তো ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারতেন। অথচ প্রথম টেস্টে কোনও বিশেষজ্ঞ স্পিনারই প্রথম একাদশে রাখা হয়নি। ওয়াশিংটন যেখানে অলরাউন্ডার হিসেবে খেলেছেন। যা নিয়ে সমাজমাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

নিউজিল্যান্ডে ভারত যে দল নিয়ে টেস্ট সিরিজ খেলতে গিয়েছে, সেখানে বিশেষজ্ঞ স্পিনার কেউ নেই। ওয়াশিংটনকে কখনও বিশেষজ্ঞ স্পিনার বলা যায় না। বলের থেকে তাঁর ব্যাটের হাত বরং ভাল। তবে ব্যাটসম্যানদের প্রশংসা করেছেন সৌরভ। একইসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন বিদেশের মাটিতে শেষ দিনে উইকেট থেকে স্পিনাররা সবসময় সাহায্য পেয়ে থাকে। এক জন স্পিনার থাকলে তিনি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারেন।

সমাজমাধ্যমে সৌরভ লিখেছেন, এই সিরিজে ভারত দারুণ খেলেছে। সাদা বলের পর লাল বলেও ভাল খেলছে। বিশেষ করে ব্যাটসম্যানদের যত প্রশংসা করা যায় কম হবে। কিন্তু ওদের বুঝতে হবে বিদেশে টেস্ট জিততে একজন প্রকৃত স্পিনার দরকার। বিশেষ করে যে পিচ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সহজ হয়ে যায়।

এর পর তিনি লিখেছেন, টেস্টে অন্তত একজন বিশেষজ্ঞ স্পিনার খেলাতেই হবে। ওয়াশিংটন অলরাউন্ডার হিসেবে খেলতে পারে। আমি বিসিসিআইয়ের কাছে জানতে চাই, কুলদীপ বা মানব সুতার কোথায় গেল?

শুক্রবার থেকে ক্রাইস্টচার্চে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। কুলদীপ বা মানব নিউজিল্যান্ড সিরিজের দলে নেই। স্কোয়াডে প্রকৃত স্পিনার হিসেবে একমাত্র রবীন্দ্র জাদেজা। তিনি কি খেলবেন, সেটাই দেখার।